ভরতপুর যুদ্ধ।

বিদ্যাসাগর, শকুন্তলা-রহস্য, ইংরেজের জয়,
তিতুমির, গান প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীবিহারিলাল সরকার
বিরচিত।

কলিকাতা,
৩৮.২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-প্রেসে'
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৩

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

পনের বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর সর্ব্বস্ব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা জন্মভূমির জন্য আমাকে ভরতপুর যুদ্ধ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই অনুরোধে জন্মভূমিতে ভরতপুর যুদ্ধের প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র "বঙ্গবাসী"র বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীমান বরদাপ্রসাদের আগ্রহে ও অনুরোধে সে প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

সত্য কথা বলিতে কি, এ প্রবন্ধ আমি যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব, এরূপ কখন মনে করি নাই।

শ্রীমান বরদাপ্রসাদের বোধ হয় ধারণা হইয়াছিল, এ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, সাধারণে সমাদৃত হইবে; নহিলে তিনি শ্রমসাধনে ও ব্যয়স্বীকারে এ পুস্তক প্রকাশ করিবেন কেন? আমরাও ধারণা, লেখারগুণে না হউক, বিষয়ের গুণে এ পুস্তক সাধারণে সমাদৃত হইবার যোগ্য।

ভরতপুর যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরেজিতে অনেক পুস্তক আছে, অনেক ইংরেজি ইতিহাসে "ভরতপুর যুদ্ধে"র বিবরণ লিখিত হইয়াছে, বাঙ্গালায় এ সম্বন্ধে কোন পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ নাই; অথচ বাঙ্গালায় ভরতপুর যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ থাকা উচিত।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভরতপুর যুদ্ধ হয়। এক পক্ষে ভরতপুরের জাঠ, অন্য পক্ষে ইংরেজ। সে যুদ্ধে ইংরেজ পরাজিত হন। এমন ভাবে ইংরেজের পরাজয় আর কখন কোথাও হয় নাই। সে

যুদ্ধে জাঠেরা যে বীরত্ব-বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে চির স্মরণীয়। ইংরেজপক্ষেও রণ-কৌশলের কোন ত্রুটি ছিল না ইংরেজ পক্ষীয় এ দেশীয় সিপাহীরা অসংসাহসের পরিচয় দিয়াছিল।

ভরতপুরের মৃদ্দুর্গ আশ্চর্য্যজনক। মাটীর দুর্গ বটে; কিন্তু ভীম হিমগিরিসম দুর্ভেদ্য। সে দুর্গের রচনা-কৌশল অপূর্ব্ব। ইংরেজের গিরিভেদী গোলা সহজে সে দুর্গভেদ করিতে পারে নাই। ইংরেজ প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে বিপুল বিক্রমে দুর্গ আক্রমণ করিয়া প্রতিহত হন। এ যুদ্ধে জাঠ সৈন্যের বিক্রমে ইংরেজ যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, তেমন আর কখন কোথাও হন নাই প্রকৃতই প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে ভরতপুরবাসীরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে বুঝিতে হয়, তখনও ভারত নির্বীর হয় নাই।

বিশ বৎসর পর আবার ভরতপুরের যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হইয়াছিলেন। এ যুদ্ধেও জাঠ ও ইংরেজ অপূর্ব্ব রণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন; পরন্তু ইংরেজ এ যুদ্ধে পূর্ব্ব যুদ্ধাপেক্ষা অধিকতর রণ-কৌশলে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জাঠ ও ইংরেজ উভয় পক্ষেরই বল-বিক্রমের পরিচয় পাইয়াছি; তবে এ যুদ্ধের একটা বিশেষত্ব ছিল। জাঠদের মধ্যে আত্মদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ভরতপুরবাসীরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল, এ আত্মদ্রোহিতার ফলে বিশ্বাসঘাতকতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে দ্বিতীয় ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজের জয়, ভরতপুরের পতন।

আমার মনে হয়, এই সব ঘটনার আলোচনায় ভারতের এক দিনের একটা অবস্থার স্মৃতি উন্মেষণ হইলে, ভারতবাসীর মনে একটা আত্মবোধের উন্মেষণ হইতে পারে এই জন্যই বলিয়াছি,

লেখার গুণে না হউক, বিষয়ের গুণে "ভরতপুর-যুদ্ধে"র বিবরণ বাঙ্গালীর আলোচনীয় : পরন্তু আদরণীয় হইবে।

আর একটী বিষয় বলিতে বাকি আছে। ভরতপুর যুদ্ধে হুগলীর আকনাগ্রামনিবাসী কালীচরণ ঘোষ একটা বিষম সঙ্কটে ব্রিটিশ-বাহিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি জেনারেল কালু ঘোষ বলিয়া পরিচিত। এ বিবরণ পাঠের প্রকৃত ফলশ্রুতি কি, জানি না; তবে এ বিবরণ বাঙ্গালীর নয়নান্তরালে থাকায় লাভ নাই; বরং সম্মুখে থাকিলে অলাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বপুরুষের গৌরবগাথায় আত্মানন্দ নিশ্চিতই।

এরূপ অবস্থায় শ্রীমান বরদাপ্রসাদ "ভরতপুর যুদ্ধে"র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি এ যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের নামোল্লেখ রহিল। যাঁহারা এ সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। জন্মভূমির প্রবন্ধে উপসংহারে কিছু লেখা না, গ্রন্থে লিখিয়াছি। ভরতপুরের পতন ইংরেজ রাজের রাজ্য-পুষ্টি সম্বন্ধে কতটা সহায় হইয়াছিল, তাহারই আভাস উপসংহারে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে নানাস্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। আশা আছে বিষয়গুণে পাঠকবর্গ আমার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
১৩১৩ সাল। } শ্রীবিহারিলাল সরকার।

প্রথম ভরতপুর-যুদ্ধ।

ভৌগলিক তত্ত্ব।

ভরতপুর সহর, ভরতপুর রাজ্যের রাজধানী। ভরতপুর রাজ্য রাজপুতনা প্রদেশে। রাজপুতনা রাজ্যের পলিটিকেল এজেণ্ট, গবর্ণর-জেনেরলের প্রতিনিধিরূপে, ভরতপুর রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ভরতপুর রাজ্যের উত্তর সীমায় গুরগাঁও জেলা; পূর্ব্বসীমায় মথুরা ও আগরা জেলা; দক্ষিণ-পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় ঢোলপুর; কেরলী ও জয়পুর; এবং পশ্চিম সীমায় আলোয়ার রাজ্য। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৮ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৩১ ক্রোশ।

ভরতপুর-দুর্গ ভরতপুর সহরে। ভরত-পুর সহরের নামেই ভরতপুর রাজ্যের নাম। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে জাঠ-জাতীয় রাজা বদনসিংহ এই

সহরের দুর্গ এবং পরিখা-প্রাচীরাদি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কথিত আছে,—ভরত রাজার নামানুসারে এই সহরের নামকরণ হইয়াছে। * আগরা এবং আজমীঢ়ের মধ্যবর্ত্তী পথের উপর এই সহর প্রতিষ্ঠিত। আগরার পশ্চিমে ১৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। জয়পুর হইতে ৫৭ ক্রোশ দূর। মথুরার ১৯ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। দিল্লীর ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ। কলিকাতা হইতে আগরার ভিতর দিয়া যাইতে হইলে, ৪০৮ ক্রোশ পথ যাইতে হয়। ভরতপুর রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ের অন্তর্ভুত।

জাঠ জাতি।

ভরতপুরের বর্ত্তমান রাজবংশ জাঠ-জাতীয়। ভরতপুরের অধিকাংশ অধিবাসী জাঠ। জাঠ ভিন্ন মুসলমান, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরও বাস আছে। জাঠ জাতির-উৎপত্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহেন। কেহ কেহ বলেন,—

* Hunter's Imperial Gazerteer of India vol II. P. 376.

"মহাদেবের জটা হইতে উদ্ভূত বলিয়া জাঠ নাম হইয়াছে।" কেহ বলেন,—"যদুবংশেই ইহার উদ্ভব।" * কেহ বলেন,—"জাঠজাতি চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয়।" কেহ বলেন,—"ইহারা রাজপুত।" একটা প্রবাদ আছে,—"একদিন একটী গুর্জ্জর জাতীয় স্ত্রীলোক মাথায় করিয়া জলপূর্ণ কলসী লইয়া যাইতেছিল। সেই সময় একটা ছিন্নরজ্জু মহিষ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছিল। সেই স্ত্রীলোকটী পায়ে করিয়া, তাহার দড়ি এমনই জোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, সেটা আর এক পা চলিতে পারে নাই। একজন রাজপুত রাজা, তাহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া যান। রাজপুতও এই গুর্জ্জর-জাতীয় স্ত্রীলোকের সংমিশ্রণে একটী নূতন জাতি গঠিত হয়। ইহাই জাঠ-জাতি।" † কেবল ভরতপুর কেন, দিল্লী, দোয়াব, রোহিল খণ্ড, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে জাঠের বাস

---

* টড এবং উইলসন সাহেব কতকটা এই মতে যোগ দিয়াছেন।

† Elliot's Races of the N. W. Provinces of India vol I. P, 132.

দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমের জাঠ-জাতি, "পাচাদি" এবং "হিলি" নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পাচাদি জাঠকে পুরাতন পঞ্জাববাসীরা ঘৃণার বাক্যে বলিয়া থাকে, "পচাদাস।" কালসাপ এবং বুড়ো মেষ গাধা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে,—"পচাদি"র উপরও সেই প্রবাদ আরোপিত হইয়া থাকে। যথা,—

বুড়ো ভৈংস পুরাণা গাভা
কালা সাংপ ঔর্লগা পচ্ছাদা
কুচ্ছ লাভ হুআ তো হুআ ন খাদর খাদা।

কেহ বলেন, রাজপুতদের সহিত জাঠেদের বিবাহাদি করণ-কারণ নাই। টডের মতে পঞ্চম্ শতাব্দিতে রাজপুতদের সহিত জাঠেদের বিবাহাদি হইয়াছিল।" * জাঠেদের মধ্যে মুসলমান আছে এবং শিখ্ আছে। অনেক হিন্দু জাঠের মধ্যে, অনেক মুসলমান আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাঠের বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন শ্রেণীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নীর বিবাহ করার নিয়ম আছে। ইহাকে "চাদর-চলন"

Tod's Annals of Rajasthan, vol. I. P. 796.

হহে। ভরতপুরের জাঠ হিন্দু। জাঠের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার স্থান নাই। যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বলফুর-প্রণীত "Cyclopœdia of India." নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পুরা-তত্ত্ব।

ভরতপুরের জাঠবংশীয় রাজাদের যে ইতিবৃত্ত ফেরাস্তায় লিখিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তত্ত্বটুকু এইখানে প্রকাশ করিলাম।

ভরতপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষেরা পঞ্জাবে সিন্ধুনদীর পর-পারে বাস করিত। তাহারা বলশালী ও সাহসী। পূর্ব্বে তাহারা নিত্য লুণ্ঠ-নাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহারা সিন্ধু নদী পার হইয়া, মুলতানের দক্ষিণাংশে আসিয়া, স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করে। ১০২৬ খৃঃ অব্দে, মহম্মদ গজনী, গুজরাট হইতে ফিরিবার সময় একদল জাঠ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। মহম্মদ গজনী তাহাদের অধিকাংশকেই হত করেন। ১০৯৭ খৃঃ অব্দে,

তৈমুরলঙ্গ, দিল্লী অভিমুখে যাত্রাকালীন তাহা- দিগকে আক্রমণ করেন। এবার তাঁহার হস্তে বহু- সংখ্যক জাঠকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ১৫২৫ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট বাবর যখন পঞ্জা- বের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন জাঠেরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। সে যাত্রায় বাবরকে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

ইহার পর জাঠেরা ধীরে ধীরে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় জাতীয়ভাব সংঘটিত হয়। তাহারা আপনাদের মধ্য হইতেই, সমস্ত জাতিকে পরিচালন করিবার জন্য, উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া লইত। ১৭২৯ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট মহম্মদ সাহার সময়, চূড়ামণ নামে এক- ব্যক্তি জাঠেদের অধিনেতৃরূপে নির্ব্বাচিত হন। তিনি দিল্লীর বিদ্রোহী সৈয়দ হোসেন খাঁ এবং আবদুল্লাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্য- দান হেতু, বিদ্রোহীরা তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ দুই লক্ষ মোহর দিয়াছিলেন। সৈয়দ সম্রাট সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হন। সম্রাট চূড়ামণের উপর

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার ধ্বংসসাধনে চেষ্টা করেন। চূড়ামণকে কিন্তু আর বহুদিন জীবন ধারণ করিতে হয় নাই। চূড়ামণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র, কোনরূপেই সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। সম্রাটও তদ্বিরুদ্ধে বহু সৈন্য প্রেরণ করেন। সম্রাটসৈন্য পরাজিত হইল। জাঠের ভাগ্য-শ্রী ফিরিল। জাঠ লুণ্ঠনাদি দ্বারা বহু অর্থ সঞ্চয় করিল।

ইহাঁর মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র, বহু বলশালী এবং দুরন্ত সাহসী সুর্য্যমল, জাঠ জাতির অধিনায়ক হইয়া, জাঠ জাতির বিভব-সম্পত্তি-বিস্তারে কৃত-সংকল্প হন। এই সময় তিনি জয়পুরের রাজগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া, ১৭৩০খৃঃঅব্দে"ডিগ" এবং"কুম্ভীর" দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর নির্দ্ধারিত হইল, ভরতপুর অতি দুরাক্রম্য দুর্দ্দমনীয় আশ্রয় স্থান। তিনি নিজ বাহুবলে গাজিউদ্দীন, মহারাষ্ট্র এবং জয়পুর রাজের সমবেত সৈন্যমণ্ডলীকে পরাজিত করেন। কিন্তু শত্রুগণকে সন্তুষ্ট রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তিনি তাহাদিগকে ৭ লক্ষ টাকা

দিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে সূর্য্যমল রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় আহম্মদ সাহা দুরাণি ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। সূর্য্যমল তাঁহারই বিরুদ্ধে ৩০ সহস্র সৈন্যসহ সদাশিব রাওয়ের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু সদাশিবের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তিনি যোগদানে বিরত হয়েন। তা না হইলে, পাণিপথের সংগ্রাম-লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ আশ্রয় করিতেন, তাহা বলা যায় না। পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীদের অধঃপতন হইলে, চারিদিকে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সুযোগে সূর্য্যমল, আগরার দুর্গাধিপতিকে উৎকোচ দিয়া, আগরা দুর্গ হস্তগত করিয়া লয়েন। এই সময় জাঠজাতি, শ্রীবৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ-সীমায় উত্থিত হইয়াছিল। ইহার পর দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ নজীবুদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে, সূর্য্যমল হত হন। সূর্য্যমলের সময় ভরতপুরের জাঠের রাজ্য যমুনার উভয়পার্শ্বে—গোয়ালিয়র হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দৈর্ঘ্যে ৮০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৩৫ ক্রোশ।

সূর্য্যমলের মৃত্যুর পর, জাঠ জাতির কতকটা

অধঃপতন হয়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে দিল্লীর তদানীন্তন সেনাপতি নজির খাঁ, সুর্য্যমলের তৃতীয় পুত্র নেওয়াল সিংহের নিকট হইতে আগরার দুর্গ এবং আরও খানিকটা স্থান কাড়িয়া লয়েন। ইহার পর ভরতপুর রাজপরিবারে আত্মদ্রোহ, আত্মকলহ প্রভৃতি নানা বিপ্লব ঘটিয়াছিল। *

সূচনা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই, সুর্য্যমলের পৌত্র রণজিৎসিংহ ভরতপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে এই রণজিৎসিংহের সহিত ইংরেজের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধই এই পুস্তকের বিষয়ীভূত। সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ বীর-কেশরী লর্ড লেককে চারিবার পরাভূত হইতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে জাঠ জাতির বিপুল বিক্রম ও অতুল রণকৌশলের অপূর্ব্ব পরিচয় পাই। ইংরেজ পরাভূত

---

* হণ্টার সাহেব বলিয়াছেন, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বদনসিংহ ভরতপুর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে কিন্তু বদনসিংহের নাম নাই। তবে তিনি বলেন, সূর্য্যমল্লের পাঁচ পুত্র। তিন পুত্র উপরি উপরি রাজত্ব করেন। প্রথম বা দ্বিতীয় পুত্রের নাম বদনসিংহ কি না, বলিতে পারিলাম না।

হউন; কিন্তু ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজ ও যে উদ্যম যে বিক্রম, যে সাহস, যে অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্ময়াম্বিত হইতে হয়। এত সাহস; এত বিক্রম দেখাইয়া ইংরেজকে বোধ হয়, আর কোন স্থানে এতাদৃশ পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই। অরাতির দুর্গাবরোধে ইংরেজকে আর কোথাও এত কষ্ট পাইতে হয় নাই। মিল, ম্যালিসন প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসলেখকেরা এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। ভরতপুর যুদ্ধ পৃথিবী-প্রসিদ্ধ হওয়া উচিত পৃথিবী প্রসিদ্ধ হওয়া দূরের কথা, ভারতপ্রসিদ্ধই বা কৈ? বাঙ্গালার কয়জন, এ যুদ্ধের কথা জানে? কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী "সর্ব্বজ্ঞ" নামে সুপরিচিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি,—"ভরতপুরে কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল"? তাঁহারা কেবল একটু উপেক্ষার দৃষ্টিতে কটাক্ষ করিয়া, একটু টিটকারীর হাসি হাসিয়া "সর্ব্বজ্ঞতা"ই বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন মাত্র। এ পুস্তক অবশ্য সে সব "সর্ব্বজ্ঞ" বিশ্ববিদ্যালয়ী বিদ্যা-দিগ্‌-গজেদের জন্য নহে।

যাঁহারা—প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের রসাস্বাদে সুখানুভব করিয়া থাকেন, যাঁহারা রণদুর্ম্মদ রণজয়ী বীরাবলীর বিচিত্র সমর-কাহিনী শুনিয়া পুলকিত হয়েন, যাঁহারা স্বজাতীয় স্বদেশীয় বীরবংশের বিজয়-বার্ত্তা শুনিবার জন্য সতত উৎকর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহারা সে বিশ্ব বিদ্যালয়ী বিদ্যা-দিগ্‌গজের ন্যায় “সর্ব্বজ্ঞ” নহেন, তাঁহাদেরই জন্য ভরতপুরের যুদ্ধ-কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

একটা কথা বলিয়া রাখি,—“পলাশী” লিখিবার সময়, ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণের ইতিহাসের সঙ্গে, মুতাক্ষরীণ প্রমুখ কয়খানি পারস্য গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছিলাম। এ জন্য দুইপক্ষের কথার একটা সুমীমাংসা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ভরতপুর যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার সেরূপ সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ভরতপুর যুদ্ধের ইংরেজ পক্ষীয় অধিনেতা লর্ড লেক এবং তদধীন সৈনিক থর্ণের লিখিত ইতিহাসেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইংরেজ সৈন্যের বিক্রম-প্রকটনে ইহাঁরা যেরূপ মুক্তহস্তে মসীব্যয় করিয়াছেন, জাঠ বীরের বিক্রম বর্ণনে সেরূপ করেন নাই। তাহা হইলেও,

ইংরেজ সৈন্যের বিক্রম প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, জাঠ জাতির অদ্ভুত বিক্রমেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। দু-একজন ভরতপুরবাসীর মুখে এতৎসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাও জাঠ-সৈন্যের রণ-নৈপুণ্য-রটনায় কম সাহায্য হইবে না।

যুদ্ধের হেতু।

ইন্দোরাধিপতি যশোবন্ত হোলকার, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, ভরতপুর রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভরতপুর রাজ তাঁহাকে তদীয় রাজ্যের অন্তর্গত, মথুরা হইতে ১২ ক্রোশ দূরস্থিত, ডিগ দুর্গে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি ডিগ দুর্গে থাকিয়া ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরাজিত হয়েন। ডিগ দুর্গ ইংরেজের হস্তগত হয়। ১৮০৪ খৃঃ অব্দের ২৪ ডিসেম্বর, ডিগ দুর্গে পরাজিত হইয়া হোলকার পুনরায় ভরতপুর রাজ্যে আশ্রয় লয়েন। ভরতপুররাজ রণজিৎসিংহ, কেবল যশোবন্ত হোল-কারকে আশ্রয় দিয়া ক্ষান্ত হন নাই ; পরন্তু যে সব ইংরেজ-সৈন্য হোলকারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল,

তাহাদিগের প্রতি স্বদুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, ভরতপুররাজ রণজিৎসিংহের সঙ্গে ইংরেজের এক সন্ধি হইয়াছিল। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রণজিৎসিংহের রাজ্য রক্ষার্থ প্রতিশ্রুত হয়েন। রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে ইংরেজ কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া, স্বীকার করেন। রণজিৎসিংহ, মহারাষ্ট্রকে বৎসর বৎসর অনেক টাকা কর দিতেন। এই সন্ধি সর্ত্তানুসারে, ইংরেজ তাঁহাকে সেই কর হইতে মুক্ত করেন। গোয়ালিয়াধিপতি সিন্ধিয়া রণজিৎ সিংহের যে সব দেশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কতক ইংরেজ, ভরতপুর রাজ্যভুক্ত করিয়া দেন।

ভরতপুররাজ রণজিৎসিংহ, ইংরেজ শত্রু হোলকারকে আশ্রয় দিলেন দেখিয়া, ইংরেজ বুঝিলেন, রণজিৎসিংহ সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন। সন্ধি ভঙ্গ সূত্রে ধরিয়া, ইংরেজ ভরতপুর আক্রমণে উদ্যোগী হয়েন। ভরতপুরের হিন্দুরাজ রণজিৎ নিশ্চিতই ভাবিয়াছিলেন, সন্ধি ভঙ্গ হয় হউক, শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া হিন্দুর সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ইংরেজও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া মানবের কর্ত্তব্যবোধে, সিরাজ-শত্রু কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাকে চাহিয়া পাঠাইলেও, ইংরেজ তাঁহাকে সিরাজহস্তে সমর্পণ করেন নাই।

যুদ্ধ-যাত্রা।

যাহাই হউক, যে কারণেই হউক, ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির সময় ১৮০৪ খৃঃ অব্দে ২৮ শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড লেক ডিগ হইতে ভরতপুরাভিমুখে যাত্রা করেন। তিন দিন পরে পথে, মেজর জেনারেল ডাউডেস্ওয়েলের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহাঁর সঙ্গে একদল সৈন্য এবং যথাযোগ্য রসদাদি ছিল।

১৮০৫ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী সমবেত ব্রিটিস সৈন্য ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী হয়েন। ২রা তারিখে কুম্ভীরনগর ছাড়াইয়া ভরতপুরের দিকে অগ্রসর হইয়া, ভরতপুর দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ সেনানিবেশ স্থাপন করেন।

উদ্যোগ।

৩রা জানুয়ারী ব্রিটিশ সৈন্য, দুর্গাক্রমণের জন্য কটী সুবিধাজনক স্থানে সুদৃঢ়ভাবে এবং সু-শৃঙ্খলতা সহকারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পর-দিন, ব্রিটিশ শিবির হইতে, বহুদূরে অবস্থিত, একটী বাগান অধিকার করিয়া, সেনাপতি মেট-লাণ্ডের অধীন সৈন্যসমূহ পরিখাদি প্রস্তুত করি-লেন। পরদিন রাত্রিকালে দুর্গ প্রাচীর ভগ্ন করি-বার উদ্দেশ্যে ছয়টী মৃত্তিকা স্তূপে ছয়টী বড় বড় কামান স্থাপিত হইল।

এই সময় ব্রিটিশবীর বহু রণজয়ী, লর্ড লেক একবার ভরতপুর সহর ও দুর্গের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া মনে মনে তাহা অঙ্কিত করিয়া লইলেন। সে দুর্গ ও সহর দেখিয়া, দিল্লীজয়ী, আলিগড়জয়ী, দুর্ভেদ্য দুর্গ ডিগজয়ী, বীর-কেশরী লর্ড লেক কি ভাবিয়াছিলেন, তাহা বলিব কেমন করিয়া? তবে সেই দুর্জ্জয় বীর অতঃপর দুর্গের ও সহরের আদ্যো-পান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া, যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত সার

মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। তদধীন সৈনিক পুরুষ থর্ণ এবং আধুনিক ইতিহাসলেখক মালিসন তৎ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এতৎসঙ্গে সংযোজিত হইল।

দুর্গ-বিবরণ।

ভরতপুর রাজ্য শৈলসঙ্কুল হইলেও, ভরতপুর সহর সমতল ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত। সহর, বন-জঙ্গলে এবং প্রচুর পুষ্করিণী আদি জলাশয়ে পরিপূর্ণ। সহরের সমগ্র পরিধি চারি ক্রোশ হইবে। ইহার পশ্চিম প্রান্ত নিম্ন, তৃণ বৃক্ষহীন এবং অব-ন্ধুর পর্ব্বত মালায় সুবেষ্টিত। অন্যান্য দিকে ইত-স্ততো-বিক্ষিপ্ত অসংসলগ্ন ও অনুচ্চ শৈলস্তূপ মাত্র। দুর্গটী সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত, চতু-ষ্কোণ এবং সুদৃঢ়। একদিক ভীম হিমগিরিবৎ সহরের প্রাঙ-মুখে, এবং অপর কয়দিক অভ্যন্তর ভাগে প্রতিষ্ঠিত। দেখিলে মনে হয়, দুর্গটী অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূভাগে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুর্গের চারিদিকেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর গোময়-

জাঠ-অশ্বারোহী।

[১৬ পৃষ্ঠা]

মৃত্তিকামাত্রে এই দুর্গ নির্ম্মিত। প্রাচীরের পার্শ্বে সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ গোময়-তৃণ-মৃত্তিকা-লিপ্ত কাষ্ঠের বেষ্টন ও বাঁধন সমভাবে সমুখিত। প্রাচীরের সঙ্গেই সর্ব্বত্রই কামান রাখিবার উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপের চত্বর। সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যায় ৩৪টী হইবে। এই সব চত্বরের প্রবেশ পথে মৃত্তিকা প্রাচীর আছে। সেই প্রাচীর আবার অর্দ্ধ গোলাকার প্রাচীর দ্বারা পরস্পরে সংযোজিত। চত্বর এবং প্রাচীরের মধ্যস্থলে অপ্রসর ভূখণ্ড সংযোগ দেখিতে পাইবে। দুর্গের ভিতর তেজস্বী ও সাহসী জাঠ অশ্বারোহী পদাতিক ও অন্যান্য সৈন্য বিরাজমান, তাহারা সকলেই বীরত্ব-বীর্য্যে নিত্য নির্ভীক। যেন এ জগতে তাহাদের ভয়াল বিভীষিকা কিছুই নাই। মনে হয়, সে নীরব নিস্পন্দ ভাস্বর মূর্ত্তি, প্রতি মুহূর্ত্তে ইঙ্গিত কটাক্ষে অরাতি মণ্ডল ভস্মীভূত করিতে পারে। পাঠক! চিত্রে জাঠ অশ্বারোহীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখুন। মনে থাকে যেন এ চিত্র ইংরেজ চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত। এ চিত্রে জাঠ অশ্বারোহীর সে তীব্র কটাক্ষে অনলঅক্ষির ঠিক ভাবটুকু নাই। সে বীরত্ব ব্যঞ্জকতার

কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে। এইখানে আঠ পদাতিরও অঙ্কিত মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। অশ্বারোহী ও পদাতিতে তারতম্য নাই। তারতম্য শুদ্ধ পদাতিকের অশ্বাভাবে।

দুর্গের মৃণ্ময় প্রাচীর একটী খালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সহরে যে সব পুষ্করিণী আছে, সেই সব পুষ্করিণী হইতে, এই খালের জল আনিবার জন্য পয়ঃপ্রণালী আছে। খালের 'পাড়' খুব উচ্চ; কিন্তু এই পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সহজে খালে নামিতে পারা যায়। দুর্গের নয়টী দ্বার। প্রত্যেক দ্বারের বহির্ভাগে অর্দ্ধ গোলাকার মৃত্তিকা স্তূপ আছে। দুর্গ ঊর্দ্ধে ১১৪ ফিট্। খালটী প্রস্থে ১৫০ ফিট, এবং ৫৯ ফিট গভীর। খাল 'গড়ানে'; প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। খালের সম্মুখে, কোল হইতে ৮০ ফিট উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর এবং তদুপরি আরও একটী ৭৪ ফিট প্রস্তর প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। ৮০ ফিট উচ্চ প্রাচীরের উপর প্রহরীদের থাকিবার ঘর। ৭৪ ফিট প্রাচীরটী কামান রাখিবার ১ টী সকোণ চত্বরে সুশোভিত। দুর্গের নিকটেই অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূভাগে "মতিঝিল" নামে একটী হ্রদ

জাঠ-পদাতি।

[১৮ পৃষ্ঠা।]

আছে। সহরের দিকে, এই হ্রদ একটী "বাঁধ" দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাঁধ কাটিয়া দিলে, ইহার জলে কেবল খাল পরিপূর্ণ হয় না ; পরন্তু দেশের অনেক স্থান জলমগ্ন হইতে পারে। পর পৃষ্ঠায় দুর্গের নক্সা দিলাম।

১৮০৫ সালে ইংরেজ ভরতপুরের যে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, পাঠক, তাহার বর্ণনা শুনিলেন, নক্সাও দেখিলেন। এখন যদি কাহারও প্রবৃত্তি হয়, একবার দেখিয়া আসুন, মহা কালধ্বংসিত সেই দুর্ভেদ্য দুর্গের ভগ্নাবশেষ। দেখিবেন, দুর্গ অতীতের সাক্ষ্য চিহ্ন-স্বরূপে ভগ্ন কলেবরে শ্মশান শয্যায় শায়িত। তখনকার সে কি শ্রী ছিল ; এখনই বা কি শ্রী হইয়াছে। সহরের প্রাচীর পরিখাদি এবং দুর্গের জীর্ণ শীর্ণ দেহ পরিচ্ছদ আবরণ-হীন। সেইসব সর্ব্ব সন্তোষকর সু-মনোহর গঠন, আজ আকারহীন মৃত্যুস্তূপে পরিণত। সহরটী স্বয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহাবলীর সার সংগ্রহ মাত্র। শ্রীশোভাহীন দুর্গে রাজভবন মাত্র বিদ্যমান। এই রাজ ভবনের এখন তিনটী বিচ্ছিন্ন বিভাগ। একটীতে রাজা এবং একটীতে রাজ পরিবার থাকেন।

অন্যটী বিচারলয়ের জন্য ব্যবহৃত। এখনকার ভরতপুর সে ভরতপুর নহে! এখনকার জাঠ সে জাঠ নহে! বৃথা সে অনুশোচনা!

লর্ড লেক যখন ভরতপুর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন দুর্গের ভিতর ৮ সহস্র লোক অবস্থিতি করিতেছিল।* ইহার মধ্যে অর্জিত জাঠই অধিক। ফরক্কাবাদ হইতে পলাইয়া আসিয়া, অনেকেই ভরতপুরে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারাও এই আট সহস্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীরের বহির্ভাগে যশোবন্ত হোলকারের অবশিষ্ট বহুসংখ্যক অশ্বা-রোহী সমবেত হইয়াছিল। সকলেই নিশ্চিন্ত সকলেই আশ্বস্ত, ভরতপুর দুর্গ অজেয়। এইরূপ প্রবাদ ছিল, যে দিন একটা দীর্ঘনাসা কুম্ভীর আসিয়া দুর্গ পরিখার জল শুষিয়া খাইবে, সেইদিন ভরতপুর দুর্গের পতন হইবে। সে সুচনা তখন ছিল না। তাই অটল বিশ্বাসে অকুতোভয়ে সক-লেই প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। লর্ড

---

* লর্ড লেক ভরতপুর দুর্গ আক্রমণ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারল লর্ড ওয়ে-লেসলিকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছিল, দুর্গে ৮০ হাজার লোক ছিল। এতাধিক সংখ্যা নির্দ্দেশে, লর্ড লেকের মান বজায় রাখা উদ্দেশ্য কিনা জানি না। মালিসন সাহেব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—৮ হাজার।

দুর্গের নক্সা।

[২০ পৃষ্ঠা।]
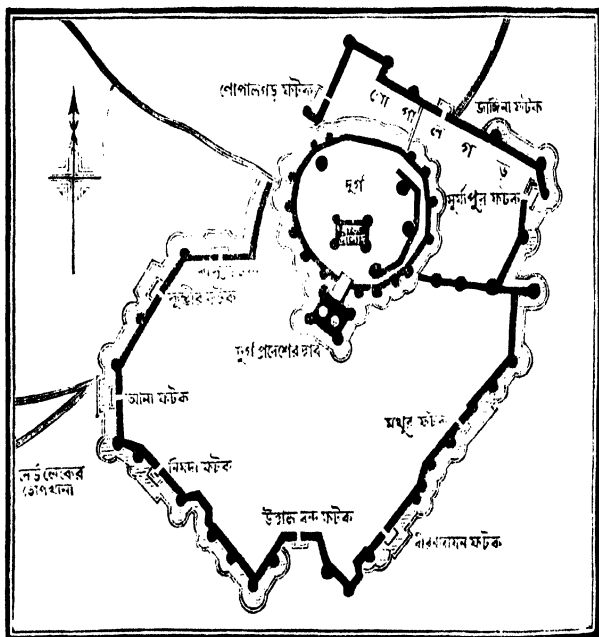
লেক, ভরতপুর দুর্গের দুরাক্রম্যতা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুর্গ আক্রমণ করিবার উপযোগী কামানও ছিল না। বল-ভরসা একমাত্র, পূর্ব্ব সমরজয়ী সুশিক্ষিত সৈনিক-দল। তিনি অদম্য সাহসে দুর্গ আক্রমণের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

প্রথম আক্রমণ।

৭ই জানুয়ারী মধ্যাহ্নে আর একটী তোপস্তূপে চারিটী ৮ ইঞ্চি মুখ গহ্বরবিশিষ্ট এবং চারিটী ৫॥ ইঞ্চি মুখ গহ্বরবিশিষ্ট কামান রক্ষিত হইল এই দিন ইংরেজ পক্ষ হইতে সতেজে দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। দুর্গ হইতেও, তদুত্তরে জাঠের গোলা বর্ষিত হইল। উভয় পক্ষেই তুমুল অগ্নিবর্ষণ। ৯ই তারিখে ইংরেজ সংবাদ পাইলেন, দুর্গের একস্থান ভগ্ন হইয়াছে। অমনই সেই ভগ্ন স্থান দিয়া দুর্গ আক্রমণের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য অগ্রসর হইল।

সন্ধ্যা সাতটার সময়, যাত্রারম্ভ হইল। ব্রিটিশ সৈন্য, তিনভাগে বিভক্ত হইয়া, তিন দিকে যাত্রা করিল। এক ভাগের দলপতি লেফটেনাণ্ট কর্ণেল রিয়ন। তাঁহার সঙ্গে ছিল কোম্পানীর ২৪০ টী ইউরোপীয় সৈন্য এবং একদল সিপাহী। যেখানে ব্রিটিশ কামান সজ্জিত ছিল, রিয়ন সাহেব তাহারই বামভাগে, দুর্গের নিম্নদা দ্বার আক্রমণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। মেজর হকস দুইদল ইউরোপীয় এবং একদল সিপাহী লইয়া, দক্ষিণ ভাগে যাত্রা করেন। এই দিকে হোলকারের সৈন্য ছিল। তাহাদিগকে তাড়াইয়া তাহাদিগের কামান কাড়িয়া লইয়া আসিবার ভার পড়িয়াছিল, মেজর হক্‌সের উপর। মধ্যভাগে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল মেটলাণ্ড, পাঁচ শত ইউরোপীয় সৈন্য এবং একদল সিপাহী লইয়া, দুর্গের ভগ্ন স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। রিয়ান ও হক্‌সের উপর হুকুম ছিল, তাঁহারা যদি কৃতকার্য্য না হন, তাহা হইলে তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া, মেটলাণ্ডের সৈন্যের সহিত যোগ দিবেন। এই তিনদল সৈন্য ঠিক্ রাত্রি ৮ টার সময়, একসঙ্গে অগ্রসর হয়। এই

সময় দুর্গ হইতে অনবরত গোলা বর্ষণ হইয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ইহার বিশ্রাম ছিল না। মেটলাণ্ডের সৈন্যদিগকে পথে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পথে জলাভূমি এবং জলাশয়াদি জন্য, তাহারা স্বচ্ছন্দে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। অনেকেই পথ না পাইয়া, দক্ষিণে বামে, ঘুরিয়া ফিরিয়া, হকস্ ও রিয়নের সৈন্যের দলে গিয়া মিশিয়াছিল। মেটলাণ্ডও পথভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। একদল সৈন্য খাল পার হইয়া যায়। এই সময় দুর্গের ভগ্ন স্থানের পশ্চাদ্ভাগে জাঠ সৈনিকেরা, তিনটী কামান হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ করিতে ছিল। তবুও লেফটেনাণ্ট মানসর ২০ জন ব্রিটিশ সৈন্যসহ ভগ্নস্থানে উপস্থিত হইয়া, উপরে উঠিবার চেষ্টা করেন। সুচতুর জাঠ সৈন্যও নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা সেই কয়টী ব্রিটিশ সৈন্যের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য, জাঠের গুলি খাইয়াও উপরে উঠিতে ছিল, জাঠ সৈন্য তাহাদের জুতা কাড়িয়া লয়। জাঠ সৈন্য রণ-নিপুণ। তাহারা বন্দুকের গুলি বর্ষণে এবং লৌহ যন্ত্র দিয়া ছটরা গুলি

নিক্ষেপে অদ্বিতীয়। ইংরেজ সৈন্য তাহাতেই অস্থির। আর তাহারা উঠিতে পারিল না। লেফটেনাণ্ট মানসর নিরূপায় ভাবিয়া সৈন্যদিগকে ভগ্ন স্থানের নিম্নভাগে বসাইয়া দিয়া, দলভ্রষ্ট মেটলাণ্ডের ও তাঁহার সৈনিকদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন। উভয়ে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই পুনরায় ভগ্নস্থানে আগমন করেন। এইবার মেটলাণ্ড, তরবারী সঙ্কেতে সাহসিক সুচতুর সৈন্যদিগকে উপরে উঠিতে আদেশ করিলেন। এদিকে মেজর হকস্ দুর্গদ্বারের বহির্ভাগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন; এবং কামানগুলির রক্ষিত ঘর বন্ধ করিয়া দেন। পরে তিনি মেট লাণ্ডের সহিত মিশিবার জন্য প্রত্যাগমন করেন। এদিকে কর্ণেল রিয়ান, দুর্গদ্বারের শত্রুদিগকেও পরাভূত করেন। পরে তিনি সসৈন্য দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন। দ্বারের সম্মুখে জলপূর্ণ খাল। চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি সসৈন্য মেটলাণ্ডের সৈন্যকে সাহায্য করিবার জন্য ফিরিয়া আসেন।

ক্রমে রাত্রি ঘোর হইল অন্ধকারে আর

মেটলাণ্ডের দুর্গ আক্রমণ

২০ পৃষ্ঠা।

কিছুই দেখা যায় না। পথ অতীব বন্ধুর। সহজে চলা দুষ্কর। ওদিকে শত্রুদুর্গ হইতে তখনও অবিরল ধারে গোলাগুলি বৃষ্টি হইতেছে। যাহারা ভগ্ন স্থান দিয়া, দুর্গের উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্থইটনাম এবং ক্রেম্-ওয়েল নামক দুইজন অফিসর আহত হয়। অতঃপর সৈনিকদিগকে ফিরিয়া আসিবার হুকুম দেওয়া হইল। এত বিভ্রাটেও অসমসাহসিক মেটলাও কিন্তু আশা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি শেষে স্বয়ং ভগ্নস্থানের উপরে উঠিবার চেষ্টা করেন। উঠিয়াও ছিলেন; কিন্তু শত্রুর সাংঘাতিক গুলির আঘাতে জন্মের মত সমর-শয্যায় শায়িত হন। আর আশা রহিল না। যে কেহ পশ্চাতে ছিল, তাহাদের সকলকেই ফিরিয়া আসিবার জন্য আদেশ করা হইল। ফিরিল কতক; কিন্তু ফিরিল না অনেক। অনেকেই হত হইয়াছিল; অনেকে আহতও হইয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্য ফিরিয়া আসিলে পর জাঠসৈন্য পথ-পতিত আহত সৈন্য-দিগকে হত্যা করে। কত সৈন্য খালে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাঁহার নির্ণয় নাই।

থর্ণ সাহেব বলেন, এ যাত্রায় ৪০ জন ইউ-রোপীয় এবং ৪২ জন দেশীয় সৈন্য হত; ২৬০ জন ইউরোপীয় এবং ১৬৫ জন দেশীয় আহত হইয়াছিল। এ যাত্রা ইংরেজ পরাজিত হইল। জাঠ জয়ী হইল। ইংরেজ কিন্তু পুনরায় দুর্গ-আক্রমণের জন্য বর্দ্ধিত বিক্রমে এবং দ্বিগুণ সাহসে উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন।

প্রথম পরাভবে ইংরেজের নিম্নলিখিত উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী হত হয়েন,—লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল মেটলাণ্ড; কাপ্তেন জন ওয়ালেস্‌, লেফ্‌টেনাণ্ট ক্লব, লেফ্‌টেনাণ্ট পারসিভাল, এন সাইন ওয়াটর হাউস্‌। আহত হয়েন,—মেজর কাম্বেল, কাপ্তেন হেসমান্‌, কাপ্তেন ক্রুটন, লেফ্‌টেনাণ্ট বাইন, টুলি, মাকলা-কলান্‌, মাথুসন, এনসাইন হার্টফিল্ড, কাপ্তেন ওয়েরনার, লেফ্‌টেনাণ্ট কস-গ্রোভ, লেফ্‌টেনাণ্ট সুইটনান, ক্রেস্‌ওয়েন, লেফ্‌-টেনাণ্ট উড, হামিলণ্ট, ব্রাউন, লেটার, কর টর্ণবুল, মেজর গ্রিগরি, কাপ্তেন ওডনেল, ফেচার, লেফ্‌-টেনাণ্ট সার্প, বেকার এবং ফেটার।

দ্বিতীয় আক্রমণ।

৯ই তারিখে ইংরেজ, দুর্গ-জয়ে অকৃতকার্য্য হয়েন। ১০ই তারিখ হইতে পুনরাক্রমণের আয়োজন উদ্যোগ হয়। উদ্যোগ ১৫ই পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কামান চালাইবার অন্য ব্যবস্থা হয়। ১০ই তারিখে দুর্গবাসীরা দুর্গের ভগ্ন-স্থানের সংস্কার করেন। ইংরেজ সংস্কারে ব্যাঘাত দিবার জন্য যথাসাধ্য কামান ছুড়িয়াছিলেন; কিন্তু সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। জাঠেরা দিবাভাগে, ইংরেজ-গোলার মুখের উপর বসিয়া, দুর্গের সংস্কার করিয়া ফেলে। এই ভগ্নস্থানের দক্ষিণ ভাগে, ইংরেজ আর এক স্থান ভগ্ন করিবেন বলিয়া লক্ষ্য করিয়া রাখেন। আবার মৃত্তিকা-স্তূপ নির্ম্মিত হইল।

১৬ তারিখ ইংরেজ নবোৎসাহে ছোট বড় ২৭টী কামান দাগিয়া, দুর্গ প্রাচীর ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বর্ষণ ব্যর্থ হয় নাই। পরদিন ইংরেজ দেখিলেন, ঠিক লক্ষ্যীভূত স্থানে প্রাচীর ভাঙ্গিয়াছে। দুর্গবাসীরা

বৃহৎ বৃহৎ কাঠ-কুটা, মৃত্তিকা এবং গোময়ের দ্বারা সে ভগ্নস্থানে বাঁধন দিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু ইংরেজের গোলাবর্ষণ হেতু কাঠকুটা খসিয়া পড়িয়া যায়। তাহার ভিতর দিয়া, গোলার আঘাতে একটী ছিদ্র হয়। এই সময় ইংরেজের গোলার আঘাতে রাজা রণজিৎ সিংহের পিতৃব্য প্রাণত্যাগ করেন। ভগ্নস্থানের নিম্নে অনেক মৃত ইংরেজ-সৈন্য পড়িয়াছিল। রণজিতের পিতৃব্য রণধীর সিংহ, বীরের পদোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, নির্ভীক-হৃদয়ে, সেই ভগ্নস্থানে আগমন করেন। কত ইংরেজ সৈন্য মরিয়াছে, তাহাই তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু হায়! তিনি যেমন দেখিবার জন্য অবতরণ করেন, অমনি ইংরেজের গোলার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

ভরতপুররাজ রণজিত ইংরেজের সাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। ইংরেজ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন ; কিন্তু বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়েন নাই। স্বয়ং সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, অতীব তেজস্বী উৎসাহী বীরগণকে আহ্বান করিয়া

বলিয়াছিলেন,—"হয় মরিব, না হয় দুর্গ রক্ষা করিব। হিন্দু যুদ্ধে মরিতে জানে; যুদ্ধে মরিবে; ইংরেজহস্তে আত্মসমর্পণ করিবে না।"

রণজিতের কথা থামিতে না থামিতে, মুহূর্ত্তে চারিদিক হইতে, গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া, সমগ্র ভরতপুর প্রকম্পিত করিয়া, শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া, যেন এককণ্ঠে, একস্বরে এক মহারব উত্থিত হইল,—"না।"

মহারাজ রণজিৎ সিংহ জাঠ-সৈন্যের সে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে দুর্গ রক্ষার যথাযোগ্য আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি রোহিলখণ্ডের আমির খাঁকে আহ্বান করেন। তাঁহাকে বিধিমতে পুরস্কৃত করা হইবে এবং বহুবিধ উপহার দেওয়া হইবে, বলিয়া প্রলোভন দেখান হয়। আমির খাঁ প্রলুব্ধ হইয়া, আপন সৈন্যদলসহ ভরতপুরে আসিয়া, ভরতপুররাজের সঙ্গে যোগ দেন।

২১শে তারিখ পর্য্যন্ত ইংরেজ পক্ষ হইতে দুর্গের প্রতি গোলাবর্ষণ হইয়াছিল। এবার দুর্গ-বাসীরা আর কোন অস্ত্র শস্ত্রাদি ব্যবহার করে

নাই। তাহারা সরিয়া গিয়া, প্রাচীরে পশ্চাদ্-ভাগে সতর্ক ভাবে কেবল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজ অগ্রসর হইলে, তাহারা ইংরেজকে আক্রমণ করিবে, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। ইংরেজের অবিরল গোলাঘাতে প্রাচীরের এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়।

যে স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার নিকট পরিখার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কত, তাহা পার হওয়া সহজ কি দুর্ঘট, তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু কে তাহা নির্ণয় করে? এমন সাহস কাহার আছে যে, তথায় গিয়া, তাহার আনুপূর্ব্বিক সন্ধান লইয়া আসে?

দেশীয় সৈন্যের একজন হাবিলদার ও দুইজন সিপাহী, এই কার্য্যের ভার লইল। তাহারা দণ্ডেকের মধ্যে ভরতপুরবাসীর পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক অশ্বারোহণ করিয়া, দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। কতকগুলি সিপাহী, বন্দুকের আওয়াজ করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়; আওয়াজ কিন্তু ফাঁকা। লোকে বুঝিল, হাবিলদার ও অপর দুইজন, সিপাহীর দল পরিত্যাগ

করিয়া পলাইতেছে। তাই তাহাদিগকে ধরিবার জন্য সিপাহীরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল। তাহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর, দুইজন সিপাহী ঘোড়া হইতে পড়িয়া যায়। তখন হাবিলদার দুর্গ-প্রাচীরের উপরিস্থিত লোক সকলকে ডাকিয়া বলিল—“ভাই সকল। আমাদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিবার পথ দেখাইয়া দিয়া রক্ষা কর, নহিলে এখনই ‘বাঙ্কৎ ফিরিঙ্গি’র হস্তে মারা পড়িব। দুর্গস্থ লোক, তাহাদিগকে সজাতি ভাবিয়া, দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিবার পথ দেখাইয়া দিল। তাহারাও প্রবেশ করিয়াই ভগ্নস্থানের নিকট উপস্থিত হয়; এবং অতি সাবধানে জ্ঞাতব্য বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক তত্ত্ব গ্রহণ করে। কাজ সারা হইলে, তাহারা অশ্বারোহণে অতি দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসে। তাহাদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রাচীরস্থ জাঠসৈন্য তাহাদিগের প্রতি, গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা কিন্তু অক্ষতদেহেই শিবিরে ফিরিয়া আসিল। দুর্জ্জয় আরকট অবরোধে সুদারুণ অন্ন-সঙ্কটে যাহারা আপনারা ভাতের ফেন খাইয়াছিল; এবং

ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে ভাত খাওয়াইয়া, তাহাদের প্রাণদান করিয়াছিল. তাহাদের এ কার্য্য বিচিত্র কি? দুঃখের বিষয়, পদ-গৌরব বল, আর উপার্জ্জন-উপজীবিকা বল, তাহাদের তখনও যাহা ছিল, এখন তাহারই বা কি হইয়াছে?

সিপাহীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"সহজে ভগ্নস্থানের উপরে যাইতে এবং পরিখাও সহজে পার হইয়া যাইতে পারা যায়।" এই সংবাদ দিয়া তাহারা প্রত্যেকে পাঁচ শত টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিল; এবং প্রত্যেকের পদোন্নতি হইয়াছিল।

সিপাহীদের মুখে, সঠিক সংবাদ পাইয়া, সমগ্র ব্রিটিশসৈন্য সোৎসাহে, দুর্গ-আক্রমণার্থ একত্র হইল।

২১শে জানুয়ারী অপরাহ্ন তিনটার সময় কাপ্তেন লিণ্ডসে ৪৭০টী সৈন্য লইয়া, দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়েন। ইনি পূর্ব্ববারের আক্রমণে গুলির আঘাতে খঞ্জ হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে ছিল। ইতিপূর্ব্বেই পরিখা পার হইবার জন্য, সেতু প্রস্তুত করিয়া

রাখা হইয়াছিল। প্রাচীরে উঠিবার জন্য 'সিঁড়ি'ও তৈয়ারী হইয়াছিল। কয়েক দল সৈন্য এই সব সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া পরিখার নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার। সেতু ফেলা হইল; কিন্তু কুলাইল না। সেতু গিয়া, পরপারে পৌছিল না। পরপারে পৌছিবে কি, যে দৈর্ঘ্য ও গভীরতা নির্ণীত হইয়াছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। কেন এমন হইল?

চতুরে চূড়ান্ত চতুরালি। ইংরেজ কি বা চতুর! যে স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, সেই স্থানের নিকট খালের কত প্রস্থ, এবং কতই বা তাহা গভীর, ইংরেজের সুচতুর সিপাহীরা ছদ্মবেশে তাহা জানিয়া আসিয়াছিল। দুর্গস্থ লোকেরা তাহাদের সে অভিপ্রায় অনুভব করিয়া, সেই স্থানের নিম্নস্থ পরিখার উচ্চ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া, উপর হইতে জল ছাড়িয়া দিয়াছিল; সুতরাং পরিখা দীর্ঘ ও গভীর হইয়া পড়িয়াছিল; কাজেই সেতু নাগাল পাইল না। একজন তখনই জলে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, আট ফিট গভীর। তবুও কতকগুলা লোক জলে পড়িয়া, সাঁতরাইয়া, ভগ্নস্থানের নিকট

গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় দুর্গস্থ লোকেরা শত্রুর প্রতি গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে লেফটেনাণ্ট মরিস্ আহত হয়েন। কর্ণেল মার্কেই এই সব সৈন্যের নেতা ছিলেন। তিনি দেখিলেন, গতিক মন্দ। তখনই তিনি সকলকে ফিরিয়া আসিতে হুকুম দেন। ফিরিল বটে; কিন্তু ফিরিবার পুর্ব্বে জাঠের গোলা-গুলিতে আঠারটী উচ্চপদস্থ সৈনিক এবং পাঁচ শত সতরটী অন্যান্য ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্য হত হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্য পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে, দুর্গস্থ জাঠসৈন্য ইংরেজ-পরি-ত্যক্ত সেতু সিঁড়িগুলি তুলিয়া লইয়া, জয়োল্লাসে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে।

যখন প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে এই কাণ্ড হইতে-ছিল, তখন ব্রিটিশ-অশ্বারোহী সৈন্য, রাজা রণজিৎ সিংহ, হোলকার ও আমীরখাঁর সমবেত সৈন্যকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। তাঁহারা কিন্তু যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা যুদ্ধ করেন নাই; ইংরেজ শিবিরের কোন ক্ষতিসাধনও করিতে পারেন নাই। এই সময় ব্রিটিশ সৈন্য

আনা ফটকের ভিতর দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ফটকের সম্মুখস্থ পরিখা জলে পরিপূর্ণ ছিল। কাজেই ইংরেজ ফটক পার হইতে পারিলেন না। দ্বিতীয় যাত্রায় হত হয়েন; —লেফটেনাণ্ট মাকরে, লেফটেনাণ্ট ম্লাও, লেফটেনাণ্ট টমস্ মাকগ্রিগর। আহত হয়েন,—কাপ্তেন উইলিয়ম হেসমান, লেফটেনাণ্ট টমাস্ গ্রাণ্ট, জন ক্রেগ টমাস্, লেফটেনাণ্ট টেম্পলটন, জেমস্ মাক্রে, ব্রাইট, কাপ্তেন লিণ্ডসে, লেফটেনাণ্ট ম্যানসর, লেফটেনাণ্ট টাওয়ার্স, কাপ্তেন লেফটেনাণ্ট আণ্ডিসন, লেফটেনাণ্ট ওয়াটসন, ডে, পলক, লেফটেনাণ্ট গালোওয়ে, লেফটেনাণ্ট মরিস্, এবং ওয়াটসন্।

পুনরাক্রমণের পুর্ব্বোদ্যোগ।

ধন্য! ভরতপুররাজ রণজিৎ সিংহের আত্মরক্ষা তত্ত্বজ্ঞান। অপূর্ব্ব সে জাঠ সৈনিকের সমরকৌশল। বলিহারী কিন্তু ইংরেজেরও সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায় ও উদ্যোগ! বারে বারে দুইবার

ইংরেজ দুর্গ আক্রমণে অকৃতকার্য্য হইল; বহু-সংখ্যক সেনা ও সেনানী হত ও আহত হইল; তবুও কিন্তু ইংরেজ হতাশ হয়েন নাই; তবুও পুনরাক্রমণের চেষ্টায় পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। দ্বিতীয়বার আক্রমণ যাত্রা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, সেনাপতি লর্ড লেক ভাবিলেন, এইবার বুঝি ব্রিটিশ সৈন্য একেবারে নিরাশ্বাস হইয়া পড়িল; আর বুঝি তাহারা দুর্গ আক্রমণে স্বীকার করিবে না। এই সব বুঝিয়া, তিনি তখন সেনাগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিবার মানসে নিম্নলিখিত পত্র প্রচার করেন,—"যাহারা কল্য, দুর্গ আক্রমণে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি শত শত ধন্য-বাদ করি। যাহারা হত আহত হইয়াছে, তাহাদের জন্য আমি মর্ম্মান্তিক শোকান্বিত হইতেছি। ভাল দুইবার হারিয়াছি; দুইবার আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই-য়াছি; আবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতেই হইবে। ইউরোপীয় সৈন্য-দিগকে অতিরিক্ত বাট্টা দেওয়া হইবে। দেশীয় সৈনিকের প্রত্যেকে দুইশত টাকা করিয়া পুরস্কার পাইবে।"

এই পত্র পাঠে, ব্রিটিশ সৈন্য যেন মুহূর্ত্তে বৈদ্যুতিক স্পর্শে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আবার দুর্গ আক্রমণের বিবিধ প্রকারের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করা হয়। এই কয়েক দিনের মধ্যে যাহা যাহা হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি।

এই সময় ইংরেজের রসদাদির অভাব হইয়াছিল। এইজন্য মথুরা হইতে রসদাদি আনিতে হয়। বার হাজার বলদে এই সব রসদাদি বহিয়া লইয়া আসে। এই সন্ধান পাইয়া, আমীর খাঁ প্রায় চারি সহস্র সৈন্য ও চারিটী কামান লইয়া ইংরেজ সৈন্যকে ব্রিটিশ শিবিরের প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমীর খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, আপন পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। তাঁহার পাল্কী ও অস্ত্র-শস্ত্র ইংরেজের হস্তগত হইয়াছিল।

২৮ শে জানুয়ারি ইংরেজ সৈন্য, ৫ সহস্র বলদের পৃষ্ঠে শস্য, অস্ত্র-শস্ত্র ও চারিলক্ষ টাকা চাপাইয়া, আগরা হইতে আসিতেছিল। রণজিৎ সিংহ, আমীর খাঁ, যশোবন্ত হোলকার এবং বাপূজী সিন্ধি-

য়ার সমবেত সৈন্য, এই সব আক্রমণ করিবার উদ্‌-
যোগ করেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

৬ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজসৈন্য স্থান পরিবর্ত্তন
করে। আরও দক্ষিণ ভাগে একটু দক্ষিণ-পূর্ব্বে
শিবির স্থাপিত হইল। এবার পরিখা পার হইবার
জন্য ইংরেজসৈন্য নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিল।
সিজরের সময় ব্রিটনেরা যেরূপ গো-চর্ম্মাচ্ছাদিত
নৌকা ব্যবহার করিত, এ নৌকাও সেইরূপ। ৪০
ফিট দীর্ঘ এবং ১৬ ফিট প্রস্থ ভেলা নির্ম্মিত হইল।
এই সময় ভরতপুর-রাজ, আমীর খাঁ ও হোলকারের
প্রতি বড় বিরক্ত হয়েন। তিনি দেখিলেন, দুই
জনেই ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইতেছেন ;
অথচ তাঁহাদের জন্য তাঁহার অজস্র অর্থব্যয় হয়।
এই সূত্রে বেশ মনোবাদ হইয়াছিল ; আমীর খাঁ
রাজার অবস্থা বুঝিয়া ভরতপুর ত্যাগ করিয়া, স্বদেশ
রোহিল খণ্ডের দিকে চলিয়া যান।

তৃতীয় আক্রমণ।

অতঃপর ইংরেজ সৈন্য ক্রমে সরিয়া গিয়া, দুর্গের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিতি করে। এবার দুর্গের দিকে, পরিখার অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে, কামান পাতা হইল। ১১ই ফেব্রুয়ারি হইতে দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিবার জন্য গোলা বর্ষিত হইতে থাকে।

সকলই প্রস্তুত। পরিখার পার্শ্বস্থ স্থান বারুদে উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। খালের ধারে সুড়ঙ্গ করিবার জন্য ইংরেজ-শিবির হইতে খালের কিনারা পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত হইল। যন্ত্রাদির অভাব ছিল না। ২০ শে ফেব্রুয়ারি রজনীযোগে জাঠ-সৈন্যেরা সংগোপনে সুড়ঙ্গ পথের দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা এমনই গুপ্তভাবে আসিল যে, তাহাদিগকে ইংরেজ পক্ষের কেহই দেখিতে পায় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র ভাঙ্গিয়া দেয়। ইংরেজের সকল উদ্‌যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়। পরে দুর্দ্দম্য জাঠ সৈন্য সুড়ঙ্গপথের উপরে দাঁড়াইয়া পথের নিম্নস্থ বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্যকে তরবারি

ও বর্ষার আঘাতে বিনাশ করে; কিন্তু ইংরেজ সৈনিক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করে।

ইতিপূর্ব্বে মেজর জেনারেল জোন্স বোম্বাই হইতে বহু সৈন্য লইয়া আসিয়া লর্ড লেকের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইংরেজ-গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীরের যে স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, দুর্গস্থ লোকেরা, তাহার পুনঃসংস্কার করিয়াছিল। এবার আবার ইংরেজের গোলাঘাতে আবার একস্থান ভাঙ্গিয়া যায়। আবার এইস্থান আক্রমণের উদ্যোগ হইল।

লেফটেনাণ্ট ডম্ কতকগুলি সৈন্য লইয়া ভগ্নস্থানের দিকে অগ্রসর হয়েন। কাপ্তেন গ্রাণ্টও কতকগুলি সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। সহরের বাহিরে ভরতপুরের যে সব শিবির ও কামান ছিল, প্রথমতঃ তাহাই আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার উপর হুকুম ছিল। টেলার সাহেব একদল সেনা লইয়া বীর নারায়ণ দ্বারের দিকে গমন করিয়াছিলেন। কথা ছিল, সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া পরিখার দিকে যাইতে হইবে। কিন্তু সুড়ঙ্গপথ

তখনও ঠিক হয় নাই। শত্রুপক্ষ পাছে বারুদে আগুন দিয়া, উড়াইয়া দেয় ভাবিয়া এবার ইংরেজ-সৈন্য আর ভগ্নস্থানের দিকে যাইতে সম্মত হইল না।

এদিকে কাপ্তেন গ্রাণ্ট সহরের বাহিরে শত্রু-দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি শত্রুদের ১১টী কামান লইয়া চলিয়া আসেন। টেলার সাহেব, বীরনারায়ণ ফটকে পরাজিত হয়েন।

এদিকে যেখানে, ইংরেজের ঘন ঘন গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ডন্ আপ-নার সৈন্যদিগকে তাহার নিকট যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা কেহ কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিল না। দুর্গ হইতে অনবরত গোলা বর্ষিত হইতেছে; সুড়ঙ্গ-পথে আহত সৈনিক মণ্ডলীর ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ চীৎকার শ্রুতিগোচর হইতেছে। এই সব কারণে, তাহারা অতীব ভীত হইয়া, অগ্রসর হইতে চাহিল না। ডন তাহা-দিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। তাহারা ডনের আহ্বানে উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া, অমিত তেজে অগ্রসর হইল। পরিখা জলপূর্ণ ছিল। তখন যেদিকে বাঁধ প্রস্তুত

হইয়াছিল, তাহারা সেদিকে অগ্রসর হইয়া, পরিখা পার হইয়া গেল এবং ভগ্নস্থানের নিকটবর্ত্তী যে চত্বরে উঠিলেই, ভগ্নস্থানের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যায়, সেই চত্বরে উঠিতে আরম্ভ করিল। অনেকেই চত্বরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগকে সাহায্য করিবার লোক ছিল না। এই সময় সুড়ঙ্গপথে, ঘোর শব্দে বারুদের আগুন জ্বলিয়া উঠে। তাহারা তাহাতেও বিচলিত হইল না। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অন্যান্য সৈনিকমণ্ডলীকে বার বার আজ্ঞা করা হইল, কেহই কিন্তু শুনিল না। চৌদ্দ জন সাহস-দৃপ্ত সৈনিক সতেজে অগ্রসর হইল। আর কেহই যাইল না। এমন ভীতিজনক ব্যাপার ব্রিটিশ ইতিহাসে আর কখন ঘটে নাই।

জন দেখিলেন, আর উপায় নাই; সৈন্যগণের মতি-পরিবর্ত্তনের অন্য কোন পন্থা নাই। তিনি তখনই নিরুপায়ে সৈন্যগণকে প্রত্যার্ত্তন করিবার আদেশ করিলেন। এ সংঘর্ষণে ৪৯ ইউরোপীয় ও ১১৩ জন দেশীয় হত এবং ১৭৬ জন ইউরোপীয় ও ৫৫৬ দেশীয় আহত হইয়াছিল।

এ যাত্রায় হত হয়েন,—লেফ্‌টেনাণ্ট ষ্টুয়াট। আহত হয়েন,—কাপ্তেন নিলি; লেফ-টেনাণ্ট সুইনি, মিঃ কণ্ডক্টার, ডবলিউ হেল, কাপ্তেন বেটিস্, কাপ্তেন হচিন্স, কাপ্তেন বয়ইস্, লেফটেনাণ্ট হ্যামিলটন, মানসেল ও মুর, লেফটে-নাণ্ট কর, মেজর রাডক্লিফ, রাইন ও টেলর, কাপ্তেন ফেচার, লেফটেনাণ্ট বারকার, ডিস্‌ডেল ও আইল-মার, লেফটেনাণ্ট সিবিলি ও টরনর, কাপ্তেন গ্রিফিথস্ ও ব্লাকেনি, লেফটেনাণ্ট লকেট, কাপ্তেন ষ্টিল, কাপ্তেন কেম্প, কাপ্তেন হার্ডিংটন এবং লেফটেনাণ্ট মরিসন।

চতুর্থ আক্রমণ।

বার বার তিনবার হইল। তৃতীয় বার যদি ব্রিটিশ সৈন্য ভয়-ব্যাকুলিত না হইয়া, পশ্চাৎপদ না হইত, তাহা হইলে সেই বারেই ভরতপুরের

It was a day rare in the annals of the British army, a day of Panic. Malleson.

পরিণাম কিরূপ হইত, তাহা বলা যায় না। ব্রিটিশ সৈন্যের কাপুরুষতায় এবার ব্রিটিশসিংহ বিজয়-মাল্যলাভে বঞ্চিত হইলেন। লর্ড লেক এইবার সৈনিকগণের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তবুও কাহারও উপর রুষ্ট হন নাই; বরং সকলকে ডাকাইয়া সস্নেহ-বচনে, মর্ম্মান্তিক উচ্ছাস-তাপে বলিতে লাগি-লেন,—"এবার তোমরা যাহা করিলে, ব্রিটিশ-জাতির তাহা কখন হয় নাই। তোমাদের জন্য ব্রিটিশ নামে দুরপনেয় কলঙ্ক হইল। তোমাদের জন্য বিজয়-মাল্য লাভে বঞ্চিত হইলাম। ভাল, যা হইবার তা হইয়াছে, তাহার আর উপায় কি? এস, আর একবার দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করা যাউক।"

সেনাপতির মর্ম্মঘাতী বাক্যে সকলেই লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়াছিল। সকলেই পুনরায় উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধার্থে প্রাণাস্তপণ করিল। লেফটেনাণ্ট টেম্পলটন, সর্ব্বাগ্রে আত্মোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইলেন। নৈরাশ্যের অন্ধকারে তিনি যেন সহসা উৎসাহের জ্বলন্ত দীপকরাগে শুভ্র জ্যোতিষ্মান্

আলোকমালা উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। সকলেই সমরার্থ প্রস্তুত হইল।

এবার প্রাচীরের ভগ্নস্থানে উপস্থিত হইয়া, দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার ভার পাইলেন, ব্রিগেডিয়র মনসন্। পরদিন তিনি সমুদয় ইউরোপীয় সৈন্য, দুইদল সিপাহী এবং বোম্বাই ও বাঙ্গালার অন্যান্য অনেকগুলি সৈন্য লইয়া পরিখা পার হইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন।

দুর্গের যে কামান-চত্বরে, পূর্ব্ববার ব্রিটিশ সৈন্য পরাহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তাহারই নিম্নভাগ ভঙ্গ হইয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্য সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়। সকলেরই প্রতিজ্ঞা, হয় দুর্গ জয় করিব, না হয় আত্মবিসর্জ্জন করিব।

কামান-চত্বর অতি উচ্চ। চত্বরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিবারই সকলেরই চেষ্টা। অনেকগুলি সৈন্য, একটীর উপর আর একটী করিয়া, সূক্ষ্মাগ্র বন্দুকের মুখ প্রাচীরের অঙ্গে বিদ্ধ করিয়া, চত্বরের উপর উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দুর্গস্থ লোকেরা ঘন ঘোর 'জয়' শব্দে উপর হইতে কাষ্ঠ, গুলি এবং অন্যান্য অস্ত্র

নিক্ষেপে, তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল। ইংরেজের গোলার আঘাতে দুর্গ-প্রাচীরের এখানে সেখানে ছিদ্র হইয়াছিল। ব্রিটিশ-সৈন্য সেই সব ছিদ্র দ্বারা উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল। দুই একজন অনেকটা উপরে উঠিয়াছিল; কিন্তু শত্রুর সুতীক্ষ্ণ-শাণিত অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। এক জন উপর হইতে পড়িলে তাহার নিম্নস্থ লোকেরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যায়।

এই সময় অন্য একটী চত্বর হইতে, জাঠ সৈন্য ইংরেজ-সৈন্যের প্রতি অবিরল গোলা-বৃষ্টি করিতেছিল। ইংরেজ সৈন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সাহসী যুবক টেম্পলটন চত্বরের উপরে উঠিয়া, ব্রিটীশ পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল; কিন্তু জাঠের অব্যর্থ-সন্ধানে তাঁহাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হয়। মেজর মেনজিয়া নামক একজন সাহসিক সৈনিক পুরুষ এই অবস্থায় হত হয়েন।

এইরূপ ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ এবং মৃত্যু-দৃশ্যের মধ্যে ইংরেজসৈন্য বার বার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বারবার চেষ্টা

ব্যর্থ হইল। যেখানে যে ছিদ্রটী পাইল, সেইখান দিয়া, সে উঠিবার চেষ্টা করিল। জাঠের সুতীব্র সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইবার যো নাই। প্রাচীরের উপরিস্থিত জাঠ সৈন্যেরা, অনবরত শত্রুসেনার প্রতি কাষ্ঠ এবং গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেবল কি তাই ? কোথা হইতে কেমন করিয়া, অজস্রধারে অনলময়-উল্কাবৎ, জ্বলন্ত তৈল-প্লাবিত তুলারাশি এবং বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ আসিয়া পড়িতে লাগিল, ইংরেজ-সৈন্য তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিল না। মুহুর্মুহুঃ জ্বলন্ত বারুদ-ভাণ্ড, ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িয়া, ভয়ঙ্কর অগ্নিক্ষেত্র করিয়া তুলিল। কেহ গুলির আঘাতে পড়িয়া যাইল। কেহ কাষ্ঠের চাপে পিষিয়া মরিল, কেহ অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতে হইতে, দাবাদগ্ধ কুরঙ্গবৎ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে করিতে, উপর হইতে ঘুরিয়া পড়িল, কেহ হত, কেহ আহত, কেহ পতিত, কেহ উত্থিত, এইরূপ একটা মহা হুলস্থূল কাণ্ড হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ সৈন্য, জাঠ সৈন্যের বিচিত্র-বিক্রমে, পলকে পলকে বিপর্য্যস্ত হইল ; কিন্তু ইহাতেও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করিয়া তাহারা প্রাণান্ত-

পণে অতুল সাহসে যুঝিতে লাগিল। দুই ঘণ্টা-কাল এইরূপ সংঘর্ষণ চলিল। কর্ণেল মনসন কিন্তু বুঝিলেন, আর ভরসা নাই; দুর্গে উঠিবার কোন উপায় নাই। অগত্যা তিনি সৈন্যগণকে ফিরিতে আদেশ করিলেন। ব্রিটিশ-সৈন্য ফিরিল।

এ যাত্রায় ইংরেজ পক্ষে ৬৯টী ইউরোপীয় এবং ৫৬টী দেশীয় হত এবং ৪১০টী ইউরোপীয় এবং ৪৫২টী দেশীয় আহত হইয়াছিল।

হত হয়েন,—মেজর মেনজিস্, লেফটেনাণ্ট জর্জ-গোইং, কাপ্তেন করফিল্ড ও লেফটেনাণ্ট টেম্পলটন, লেফটেনাণ্ট হাটলি, এনসাইন্ ল্যাঙ্ক; আহত হয়েন,—লেফটেনাণ্ট ডুরাণ্ট, কাপ্তেন পেনিংটন, লেফটেনাণ্ট উইলসন, কাপ্তেন সাইমস্, ওয়ারেণ ও ওয়াটাকিন্স, লেফটেনাণ্ট হাচিনস্, ও ব্রায়ণ হাইণ্ড, ক্লাটারবর্ক ও হার্ব্বি, কাপ্তেন এনজেন, লেফটেনাণ্ট মাথুসন, কাপ্তেন মানসন, লেফটেনাণ্ট সিনক্লেয়ার, কোয়াটার মাষ্টার হপ-কিন্স, কাপ্তেন মরটন, লেফটেনাণ্ট বেয়ার্ড, কাপ্তেন রামজে, লেফটেনাণ্ট হামিলটন, এনসাইন্ চান্স,

লেফটেনাণ্ট কর্ণেল হামণ্ড ; মেজর হকস্ ; লেফটে-নাণ্ট আরবুথনট ; লেফটেনাণ্ট টমাস্ ; লেফটেনাণ্ট টয় ; লেফটেনাণ্ট কর্ণেল টেলর এবং লেফটেনাণ্ট গারাওয়ে।

সন্ধি-স্থাপনা।

ভরতপুরে হাসিকান্নার অপূর্ব্ব সমাহার। ইংরেজ-শিবিরে ঘোর হাহাকার। ভরতপুর-ভুর্গে আনন্দ অপার!

বারেবার চারিবার হইল। চারিবার ব্রিটিশ-বাহিনী পরাহত। চারিবারে ৩,১০০ ব্রিটিশ সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। *

এখন কি কর্ত্তব্য, ইহাই হইল, লর্ড লেকের

* ইহা হইল, ইংরেজ ইতিহাস-লেখকের কথা। কোন কোন ভরত-পুরবাসী বলেন,—এই যুদ্ধে কত লোক হত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় নাই। তবে এত লোক মরিয়াছিল যে, মৃতদেহে ভরতপুর দুর্গের পরিখা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে পারাপার হওয়া যাইত। ভরতপুর পক্ষে কত হত ও আহত হইয়াছিল, তাহার ঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারেন নাই।

বিষম ভাবনার বিষয়। বারুদ নাই, গুলি নাই, রসদ নাই, কামান নাই। যে কামান ছিল, তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আগ্রা হইতে রসদাদি আনাইবার জন্য লোক পাঠান হইল। লেক পুনরাক্রমণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই।

ইতিমধ্যে জাঠ সৈন্য ব্রিটিশ তোপখানা পুড়াইয়া দেয়। লর্ড লেক সৈন্য-সামন্ত লইয়া, ভরতপুরের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে ছাউনি স্থাপন করেন। এই সময়ে হোলকার সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর তিনি ভরতপুরের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন। ইংরেজ সৈন্য তাঁহাকে শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়। হোলকার শেষে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ইংরেজ কর্ত্তৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন।

এ দিকে ভরতপুররাজ দেখিলেন, ইংরেজ ভরতপুর আক্রমণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার বহু ব্যয় ও অনেক লোকক্ষয় হইয়া গিয়াছে। আর বলক্ষয় করা উচিত

নহে ভাবিয়া, তিনি ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হয়েন।

১০ই মার্চ্চ সন্ধিপ্রস্তাব ধার্য্য হয়। কিয়দ্দিন পরে মহারাজার তৃতীয় পুত্র ব্রিটিশ শিবিরে গিয়া, সন্ধিকার্য্য সম্পন্ন করেন। এই মর্ম্মে সন্ধি হইল,—

আপাততঃ ডিগ দুর্গ ইংরাজের হস্তে রহিল। রাজা যদি ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা না করেন, এমন যদি বুঝা যায়, তাহা হইলে ডিগ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ইংরেজের অনুমতি ব্যতীত তিনি কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন না। ইংরেজকে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। তিন লক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া দিতে হইবে। এই সন্ধিসর্ত্তের পূরণ-প্রতিভূস্বরূপ রাজার কোন একটী পুত্র, দিল্লী কিম্বা আগরার ইংরেজ সেনা-পতির নিকট থাকিবে।

এ সন্ধিসর্ত্ত ইংরেজের সুবিধাজনক। বিজয়ী ভরতপুররাজ এরূপ সন্ধি কেন করিলেন, বুঝা যায় না। সন্ধিসর্ত্ত ইংরেজী ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইল। সন্ধি সমাপন হইলে, ইংরেজসৈন্য

ভরতপুর ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসে। ভরতপুরে ইংরেজসৈন্যের এমন পরাভব হইল কেন?

লর্ড লেক, পরাভবের হেতু নির্দ্দেশে বলিয়াছিলেন, "ভরতপুরের আভ্যন্তরিক স্থানীয় অবস্থা ভাল জানা যায় নাই; ভরতপুর বড় বন্ধুর স্থান; সহজে সৈন্য-চালনের সুবিধা হয় নাই; সঙ্গে তেমন ভাল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন না; কাজেই অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।"

হীন পরাভবে আত্মক্ষালনের নির্ঘাত নির্দ্দেশ; তবুও কিন্তু কলঙ্কের পার নাই। দেশের অবস্থা না জানিয়া, উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়র সঙ্গে না লইয়া, যুদ্ধ করিতে যাওয়া, এবং কতকগুলি অধীন কিঙ্করের হত্যার ভাগী হওয়া কি কম কলঙ্কের কথা! লেকের ন্যায় বীরের এহেন হঠকারিতা বা নির্ব্বুদ্ধিতা কি মার্জ্জনীয়?

যিনি যাহাই বলুন, ভরতপুরপরাভবে ব্রিটিশ জাতির সম্ভ্রমক্রটি হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের সৃষ্টি ও পুষ্টি প্রকরণে ভারতীয় কোন যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতিকে এতাদৃশ দুর্ভোগ ভুগিতে হয় নাই। অন্য কোন দেশীয় রাজাও ভরতপুর-রাজের ন্যায়, ব্রিটিশ

সেনার সঙ্গে সংঘর্ষণে এতাদৃশ বীর্য্যবত্তা ও সমর-কুশলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেই সময়ের লোকে মনে করিত, ভরতপুররাজের এ আত্মরক্ষা অলৌকিক ব্যাপার। ব্রিটিশ সৈন্যের সিপাহীরা বলিত,—“আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পীতাম্বর হরি, ভরতপুর রক্ষা করিতেছেন। *

সিপাহীরা সত্য বলিয়াছিল, কি মিথ্যা বলিয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিচারস্থলীয়। তবে যে ভক্ত-বৎসল হরি, কুরুক্ষেত্রে ভক্তের সারথি সাজিয়াছিলেন, তিনি ভক্তের জন্য ভরতপুর দুর্গ রক্ষা করিবেন, হিন্দু এ কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, একথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলে, ভরতপুরবাসীদের বীর্য্যবিক্রম সম্বন্ধে বিশ্বাসত্রুটি হইতে পারে। এতদুত্তরে বলি, ভগবান্ অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন বলিয়া, অর্জ্জুনের বীর্য্যবত্তা বা রণকুশলতা অস্বীকার করিতে হইবে কি? তাহা হইলেও, ভক্তের ভক্তিপ্রতিষ্ঠা

Thrnton's East Indian Gazetteer P. 117.

যাইবে কোথায়? যাহা হউক, দেবতায় অবিশ্বাসী ইংরেজ, নিশ্চিতই একথা আদৌ বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলে পরাভবের একটা স্তোক হইতে পারিত। সিপাহীরা সত্যই বলুক, আর মিথ্যাই বলুক, ভরতপুরবাসীরা কৃষ্ণ-ভক্ত। এই জন্য বোধ হয়, ভরতপুর আজিও 'ব্রজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইংরেজকে চারিবার পরাভব করিয়া, ভরতপুর-রাজ অতুল বীরত্বপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভরতপুরবাসীরা তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রেই পুলকিত হইত। 'রণজিতের' নাম হইলে, আজিও মলিন ভরতপুরবাসীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

জেনারেল কালু ঘোষ।

২০ বৎসর পর ইংরেজ ভরতপুর অধিকার করেন। সে অধিকার ব্যাপারে বিষম সংঘর্ষ হইয়াছিল। সে সংঘর্ষণ দ্বিতীয় ভরতপুর-যুদ্ধ নামে অভিহিত। সে যুদ্ধবিবরণ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে

প্রথম ভরতপুর-যুদ্ধ সম্বন্ধে একটী বাঙ্গালী কর্ম্ম চারীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। ভরতপুর-যুদ্ধে একজন বাঙ্গালী যেরূপ অপূর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়া, ইংরেজ-প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, সে সাহসের প্রমাণ ইতিহাসে চির-গাঁথা। কালু ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ইংরেজ-সৈন্যকে বড় রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁকে লোকে জেনারেল কালু ঘোষ বলিয়া জানে।

ইহাঁর যথার্থ নাম কালীচরণ ঘোষ। ইনি কুল-পরিচয়ে সহজ মুখ্য কাকুৎস্থ ঘোষের সন্তান, হুগলী-আকনার ঘোষ, মধ্যাংশে দ্বিতীয় পো, পর্য্যায়ে ২২। কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে ইহাঁর বাস ছিল। একটা আক্রমণে ইংরাজ-সেনানী হত হন। সেনানী হত হওয়ায়, এই সৈন্যদলও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কালীচরণ ঘোষ এই পল্টনে কাজ করি-তেন। ইহাঁর বিবেচনা ও বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল। সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় রণ-কৌশলও ইহাঁর জানা হইয়া-ছিল। ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে হতাবশিষ্ট পল্-টনের হাবিলদার, সুবেদার প্রভৃতি সেনানীরা

আসিয়া ইহাঁকে বলিল, তবে আপনিই জেনেরলের পোষাক পরিয়া আমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতে হুকুম দিন, আমরা যুদ্ধ করি; নতুবা সকলেই বৃথা মারা যাইব, দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে।” কালীবাবু তীক্ষ্ণ বিচারে তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া তাঁবুর ভিতর হইতে “জেনেরল” পদোচিত পোষাক পরিয়া আসিয়া, পল্টন দুইটীকে রীতিমত পরিচালিত করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ভাগ্যক্রমে সে যুদ্ধে জয়লাভ হইল। সে যুদ্ধে জয় না হইলে, সে পর্য্যায়ে একটী লোকও বোধ হয় ফিরিত না। তারপর যুদ্ধাদি চুকিয়া গেলে, বিচার বসিল। বিনা আদেশে জেনেরলের পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, কালী ঘোষ পরে বিচারে নীত হন। বিচারে তিনি দোষী হইলেন, বিচারকেরা বিচার করিয়া তাঁহার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। সামরিক ব্যবস্থানুসারে দণ্ড হইল; কিন্তু কালু ঘোষ যে ইংরেজ-সৈন্যকে রক্ষা করিলেন, তাহারও ত পুরস্কার আছে। তাঁহার সে কার্য্যে কিরূপ পুরস্কার পাওয়া উচিত, তাহারও নির্দ্ধারণার্থ বিচার হইল। এবার বিচারে তাঁহার

কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দেওয়া হইল। ইংরেজেরা তাঁহার অসীম সাহসের জন্য ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহাকে ৩০,০০০ টাকা ও জেনেরল উপাধি দিলেন। কেহ কেহ বলেন, জেনেরল উপাধি গবর্ণমেণ্ট হইতে পান নাই, লোকমুখে রটনামাত্র।

বিশ্বকোষ চতুর্থ ভাগ ৪১ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় ভরতপুর-যুদ্ধ।

১৮০৫ খৃঃ অব্দে ভরতপুরের দুর্জ্জয় দুর্গাবরোধে ব্রিটিশ বীর পরাজিত হন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে এ হীন পরাভবের প্রতিশোধ হইয়াছিল। এই ১৮২৬ খৃঃ অব্দে ইংরেজ ভরতপুর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই জয়লাভে ইংরেজের সম্পূর্ণ সৌভাগ্য-সূচনা। এই জয় লাভেই, বস্তুতঃ ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান পুষ্টি সহায়। রাজনীতি সূত্রেও দ্বিতীয় ভরতপুর যুদ্ধের গুরুত্বকল্প বড় কম নহে।

পলাশী প্রাঙ্গণে ব্রিটিশ রাজত্বের সৃষ্টি সত্য; কিন্তু দ্বিতীয় ভরতপুর-যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্রিটিশরাজ যদি জয়লাভ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে হয় ত সেই সৃষ্টি-পুষ্টির পরিণাম অন্যরূপ হইত। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের ভবিষ্যৎ দৃঢ়তা সম্পাদন

জন্য ভরতপুরযুদ্ধের বিজয় লাভ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাৎকালিক ইতিহাসলেখক, দ্বিতীয় ভরতপুর-যুদ্ধের বিবৃত বিবরণপ্রকাশক, ক্রেটন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—

"To Reduce which (Bhartpore) became vitally most vitally, important to the future permanent security of our interests in India." *

ভরতপুরের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ পরাজিত হইলে, এ মুহূর্ত্তে এ ভারত ভুমে আমরা ব্রিটিশ শাসনের অধিকারী হইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ভরতপুরে দ্বিতীয়বার পরাভূত হইলে হয় ত ইংরেজ, সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুবৎ, দেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে ধূলিতে পর্য্যবসিত হইতেন। যে শক্তিশালী দেশীয় রাজা, শতেক মাত্র সৈন্য সংগ্রহে সক্ষম ছিলেন, তিনিও ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে পারিতেন। রোহিলখণ্ড সর্ব্বাগ্রেই মস্তক উত্তোলন করিত। জয়পুর এবং রাজপুত রাজাসমূহ শুভাবসরের অপেক্ষা করিতেছিল। সিন্ধিয়া

---

* Seige and Capture of Bhurtpore, P. O

কালবিলম্ব না করিয়া, সসৈন্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিত। পঞ্জাব হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত একটা বিষম দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। সে দারুণ প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে ইংরেজকে উদ্ধার করিবার জন্য একটী প্রাণীও অগ্রসর হইত কি না সন্দেহ। এই সব কারণেই দ্বিতীয় ভরত-পুরযুদ্ধ রাজনীতিকল্পে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় ভরতপুরযুদ্ধের প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণও আছে। দ্বিতীয় ভরতপুরযুদ্ধ দুর্লক্ষ্য দৈব-দৃষ্টির সাক্ষাৎ নিদর্শন। দ্বিতীয় যুদ্ধে ভরত-পুরের অধঃপতন হইয়াছিল। সে অধঃপতনের মূল কারণ, অবশ্য অদৃষ্ট; কিন্তু জাজ্বল্যমান দৃষ্ট কারণ গৃহ-বিচ্ছেদ বা আত্মদ্রোহ। আত্মদ্রোহেই ভারতের অধঃপতন। যে আত্মদ্রোহে ভারতে মুসলমান-রাজত্বের সৃষ্টি ও পুষ্টি, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সৃষ্টি ও পুষ্টি প্রকরণেও সেই আত্ম-দ্রোহের অগ্নিক্ষেত্র। ‘পলাশী”তে আত্মদ্রোহ, “ভরতপুরে”ও আত্মদ্রোহ, সৃষ্টিতে আত্মদ্রোহ; পুষ্টিতেও আত্মদ্রোহ। সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।

"পলাশী"র আত্মদ্রোহ-বিবরণ অবগত আছেন, এখন "ভরতপুরে"র আত্মদ্রোহ-বিবরণ পাঠ করুন। বিধাতা কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য গতিতে কোন্ সূত্রে সঞ্চালন করেন, অজ্ঞ মূঢ় নর আমরা তাহার তাৎপর্য্য কি বুঝিব? স্থূল মর্ম্মে আমরা যাহা বুঝি, স্থূল চক্ষে যাহা দেখিতে পাই, তাহারই তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া যাই মাত্র। যে দুষ্কর দুর্গাবরোধে ইংরেজ-রাজ পরাভূত হইয়াছিলেন, সেই দুর্গাবরোধে ইংরেজ কিরূপে জয়লাভ করিলেন, তাহারই স্থূল মর্ম্ম যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিতেছি। তবে মূল কথা এই, যে ব্রিটিশ শাসনে পরাধীন আমরা এখন শাসিত, দ্বিতীয় ভরতপুরযুদ্ধে পরাভব হইলে, সেই ব্রিটিশ শাসনের হয় ত অন্যরূপ পরিণতি হইত। এই জন্যই দ্বিতীয় ভরতপুর-যুদ্ধ-বিবরণ সর্ব্বজনের পঠনীয় ও স্মরণীয়।

১৮০৫ খৃঃ অব্দে ভরতপুর-রাজ রণজিত সিংহের সহিত ইংরেজের যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি-সর্ত্তানুসারে মহারাজ রণজিত সিংহ ও তদীয় পুত্র বলদেব সিংহ নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে, ও নিরাপদে রাজ্য-সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

বলদেব-পুত্র বলবন্ত সিংহের সিংহাসনারোহণেই কিন্তু সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।

রণজিত সিংহের চারি পুত্র। প্রথম,—রণধীর সিংহ, দ্বিতীয়,—বলদেব সিংহ, তৃতীয়,—লক্ষ্মণ সিংহ, চতুর্থ,—পার্থ সিংহ। রণজিতের মৃত্যুর পর, রণধীর সিংহ তদীয় সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, বলদেব সিংহ চির প্রথানুসারে নির্ব্বিঘ্নে ভরত-পুরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন ১৮২৪ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। বলবন্ত-সিংহ তাঁহার একমাত্র পুত্র। বলবন্ত সিংহ তখন বালক। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলদেব সিংহের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়, ষড়যন্ত্র করিয়া, পুত্রকে সিংহা-সনচ্যুত করিবে। এই সন্দেহের বশীভূত হইয়া, পুত্রকে সিংহাসনে নিরাপদ করিবার আশায়, তিনি ব্রিটিশরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার অনুরোধে ব্রিটিশরাজ তাঁহার জীবদ্দশায় বলবন্ত সিংহকে খেলাৎ প্রদান করেন। যে আগষ্ট মাসে বলদেব সিংহের মৃত্যু হয়, সেই

আগষ্ট মাসেই বলবন্ত সিংহ ইংরেজ কর্ত্তৃক সিংহাসনে যথাসমারোহে অধিষ্ঠিত হন।

১৮২৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কোন গোলযোগের লক্ষণ দেখা যায় নাই। মার্চ্চ মাসের পর, বলবন্তকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য, ভরতপুর রাজপ্রাসাদেই, রাজপরিবারেই, একটা দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয়। রণজিত সিংহের তৃতীয় পুত্র লক্ষণ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র মাধু সিংহ প্রমুখ কয়েকজন রাজবংশীয় জাঠ বলবন্তকে সিংহাসনচ্যুত করিবার কল্পনা করেন। এতদুপলক্ষে প্রকৃতই একটা প্রবল বিদ্রোহিদলের সৃষ্টি হয়। মাধু সিংহই ইহার অধিনেতা। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শক্তিশালী দুর্জনসালের নামেই কিন্তু কলঙ্ক রটে যে, তিনিই রাজ্য-লাভের আশায় বলবন্তের মাতা, পিতৃব্য এবং তৎপক্ষীয় অন্যান্য অনেককেই আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে আক্রমণে পিতৃব্য এবং বহু সংখ্যক জাঠ হত হইয়াছিলেন, রাজ্য, সম্পত্তি, শক্তি, উপাধি—সকলই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

ভরতপুরে বিষময় আত্মদ্রোহের বীজ উপ্ত হইল। প্রথম ভরতপুরযুদ্ধে ব্রিটিশরাজকে যে

পরাভবের কলঙ্ক-কালিমা মাখিতে হইয়াছিল, বিংশতি বৎসরের মধ্যে তৎপ্রক্ষালনের কোন সুযোগ বা সুবিধা ঘটে নাই। এইবার সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ভরতপুরের আভ্যন্তরিক রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশের সম্পূর্ণ সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন।

ইংরেজ বলেন,—“বলবন্ত সিংহই প্রকৃত রাজ-সিংহাসনাধিকারী। বলদেবের অনুরোধে বলবন্ত আমাদের দ্বারাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন; সুতরাং বলদেবের স্বার্থ রক্ষাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য!” দুর্জনসাল বলেন,—‘নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ তাত রণধীর সিংহ আমাকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আকস্মিক মৃত্যু-নিবন্ধন তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই; তাহা না হইলেও, যখন সঙ্কল্প হইয়াছিল, তখন ভরতপুর-রাজ-সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী আমি, অধিকন্তু বলদেব সিংহ আমাকেই উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করিয়া যান।”

ইংরেজ দুর্জ্জনের একথা মানিতে চাহেন নাই। ইংরেজের মতে, যখন তাঁহাকে পোষ্য-পুত্র রূপে

গ্রহণ করা হয় নাই, তখন ভরতপুরের সিংহাসনে তাঁহার কোন অধিকার নাই। অতএব বলবন্তকেই সিংহাসনে সুদৃঢ় ভাবে অধিষ্ঠিত করাই যুক্তি-সঙ্গত। এই সূত্রে, ভরতপুরের আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল। তাহারও সুবিশাল আয়োজন উদ্যোগ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তে ব্রিটিশ প্রাসাদে দুন্দুভি-নাদে যুদ্ধঘোষণা প্রচার হইল।

প্রকৃতই বলদেব সিংহের অনুরোধে বলবন্ত সিংহ ইংরেজ কর্ত্তৃক ভরতপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন কি না, প্রকৃতই রণধীর সিংহ দুর্জন-সালকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কি না, তাহার নিঃসংশয় তত্ত্ব নির্ণয় করা অধুনা দুঃসাধ্য। তাৎকালিক সে ঐতিহাসিক রহস্য সূচী-ভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে নিহিত। তবে ভরতপুরের রাজসিংহাসন লইয়া যে ঘোরতর আত্মদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আত্মদ্রোহ সূত্রেই যে, ইংরেজ ভরতপুর-রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও দ্বিধা করিবার প্রয়োজন নাই। একদিন

যে ভরতপুর-রাজ্য-রক্ষার্থে সর্ব্বসুখ-বিলাসী প্রাসাদ-বিহারী ভরতপুরবাসী হইতে পর্ণকুটীরবাসী দীন হীন দুঃস্থ ভরতপুরবাসী পর্য্যন্ত একপ্রাণে প্রাণাস্ত-পণ করিয়াছিল; আত্মজীবনের মায়া মমতা বিসর্জ্জন করিয়া ইংরেজের বজ্রবর্ষী গোলার মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল; স্বদেশ-হিতৈষণার সর্ব্বোচ্চ দীপকরাগে উন্মত্ত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ ব্রিটিশ সেনাপতিকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ সেই ভরতপুর রাজ্য আত্ম-বিনাশী আত্মদ্রোহে শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। ভীম-হিমগিরিবৎ অটল-অজেয় ভরতপুর-দুর্গ পলকে পলকে টলটলায়মান। ভরতপুরে এক্ষণে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। একটী রাজা বলবন্ত সিংহের; অপরটী দুর্জ্জনসালের। বলা বাহুল্য, এই দলাদলিকাণ্ড ইংরেজের ভরতপুর গ্রাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

ব্রিটিশ-প্রাসাদে কলঙ্করবের প্রতিধ্বনি উঠিল,—"দুর্জ্জনসাল বলবন্তের পিতৃব্যকে হত্যা করিয়াছেন; বলবন্তকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং বহুসংখ্যক জাঠও তাঁহার হস্তে হত হইয়াছে।" দুর্জ্জনকে শাস্তি দিবার প্রকৃত উপায়,—ভরতপুর-

দুর্গ আক্রমণ। দুর্গাক্রমণের মহোদ্যোগ হইতে লাগিল।

দিল্লীর তদানীন্তন রেসিডেণ্ট বা ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি স্যর ডেবিড অক্টরলোনী স্বয়ং সমরোদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন। মেজর জেনারেল রেনেল সাহেবের উপর সৈন্য সংগ্রহের ভার পড়িল। অক্টর-লোনী বলবন্তের পক্ষাবলম্বীদিগকে স্ব-সকাশে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, বহু-সংখ্যক ভরতপুরবাসীকেও স্বদলে টানিয়া লই-লেন। সৈন্য সংগ্রহে বা সংবৃদ্ধি পক্ষে কোন ত্রুটি রহিল না।

দুর্জনসাল দেখিলেন, ইংরেজ প্রকৃত প্রস্তাবে ভরতপুর আক্রমণে কৃতসংকল্প, ব্রিটিশ বলের প্রতিঘাতে সু-ফল লাভের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, তিনি অক্টোরলোনীর নিকট উকিল পঠাইলেন; তাঁহাদিগের দ্বারা বলিয়া দিলেন, হত্যাকাণ্ডে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, উপস্থিত রাষ্ট্রবিপ্লবে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, যা কিছু হইয়াছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাতে, তবে রাজপিতৃব্যের অমানুষিক অত্যাচার হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ।

উকীলদের কথায় অক্টরলোনী বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না। দুর্জ্জনের অজ্ঞাতে এ সব হইতে পারে না, অক্টোরলোনী এই প্রতীতি পোষণ করিতেছিলেন। উকীলরাও কোন রূপেই এ প্রতীতির মুলোৎপাটন করিতে পারিলেন না। ভরতপুর রাজ্যে দুর্জ্জন প্রকৃত অধিকারী; উকীলরা তখন প্রমাণার্থ দলিল পত্র দেখাইলেন, কিছুই কিন্তু বিশ্বাস হইল না। অবশেষে উকীলরা অক্টর-লোনীকে বলিলেন,—"আপনি তাড়াতাড়ি কোন-রূপ মীমাংসা করিবেন না; মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিয়া, সু-মীমাংসা করুন; তজ্জন্য বরং সময় লউন।" অক্টরলোনী ভাবিলেন,—"ইহাদের সময় চাহিবার হেতু আর কিছুই নহে; কেবল সময় পাইয়া সৈন্যবল সুদৃঢ় করিবে, এই কথা ভাবি-য়াই তিনি উকিলদের কোন প্রস্তাবে সম্মত হই-লেন না; অধিকন্তু তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন,—"দুর্জ্জনের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোনরূপ সম্পর্কই রহিবে না।"

এ প্রস্তাব উকীলদের মনোনীত হয় নাই; না হইলেও এ প্রস্তাব ভরতপুরে দুর্জ্জনের নিকট

প্রেরিত হইয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক বলেন,—"এ প্রস্তাবে দুর্জ্জন সম্মত হইয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি রাজা বলবন্তকে সঙ্গে লইয়া অক্টোরলোনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। রাজা বলবন্তকে হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে, অক্টরলোনীও দুর্জনের এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।"

শক্তিশালী দুর্জন, রাজ্যের সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, একথা মনে করিতেও, কেমন একটা খট্‌কা আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাই হউক, অক্টরলোনী বা দুর্জন, কাহারও প্রস্তাব যে কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাহা নিশ্চিতই। উভয় পক্ষেই সমরোদ্যোগ চলিয়াছিল।

কালচক্রে স্যর ডেভিডের ভরতপুর-দুর্গ আক্রমণ সংকল্প ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি যে সব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ভরতপুরাভিমুখে আর পাঠাইবার প্রয়োজন হয় নাই। কেন না অকস্মাৎ হুকুম আসে, আপাততঃ ভরতপুর আক্রমণ করা হইবে না; যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে হইবে। অকস্মাৎ এরূপ হুকুম আসিবার

কোন কারণ ইতিহাসে উল্লিখিত নাই। অক্টরলোনী ভরতপুর আক্রমণে নিবৃত্ত হন।

১৮২৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ভরতপুর আক্রমণের আর কোন আয়োজন উদ্যোগ হয় নাই; বরং এই কয় মাস পূর্ণ শান্তির লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। এই শান্তি সময়ের মধ্যে স্যর ডেভিড অক্টরলোনী ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

স্যর ডেভিডের মৃত্যুর পর, সাহ চার্লস্ মেটকাফ তদীয় পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৮২৫ খৃঃ অব্দে ২৫শে নবেম্বর স্যর চার্লস্ ভরতপুর দুর্গ আক্রমণের জন্য এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। সেই ঘোষণা পত্রখানি এই খানে প্রকাশ করিলাম,—

"After the death of Maha Raja Buldeo Singh, Kour Doorjun Sal, the Son of Luchmun Singh, usurped the Principality, and assumed the power, rank and titles of the Rajah.

"The interference of the British Government became necessary and indispensable, for the protection of rights of the lawful Rajah, Maha Rajah Bulwunt Singh.

"Kour Doorjun Sal pretends unjustly, that the Principality belongs to him, on the ground, that it was the intention of the Rajah Rundheer Singh to have adopted him as his Son ; but Rajah Rundheer Singh did not actually adopt him, the alleged intention, whether it did or did not exist, cannot confer any just claim. The British Government has therefore called on Doorjun Sal to surrender the Principality to the lawful Rajah, and to retire, on a suitable provision into the British Dominions, under a guarantee from the British Government for all his rights, present or future. If he persists in opposition to these proposals, the British Government must perform its duty.

(Signed) "C. T. Metcalfe,

"Resident.

"Delhi Residency,

"25th November, 1825.

ঘোষণা-পত্রের মর্ম্ম এই,—"দুর্জ্জন বলবন্তকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া রাজা হইয়াছেন। বলবন্ত ইংরেজের আশ্রিত; অতএব বলবন্তকে রক্ষার্থ ভরতপুর আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।"

বলবন্তকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধেই ইংরেজ

ভরতপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা না করিলেই কি অকর্ত্তব্য হইত? না করিলে বরং প্রতিশ্রুতি-রক্ষা হেতু পুণ্য সঞ্চয়ই হইত। রণজিতের সঙ্গে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে ইংরেজ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ভরতপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজ হস্তক্ষেপ করিবেন না। সিংহাসন লইয়া ভরতপুরের আত্মদ্রোহ, ভরতপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নহে কি? এক কথা উঠিতে পারে, বলবন্তের পিতা বলদেব ইংরেজের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বলা যায়, বলদেব যখন সাহায্য চাহেন, তখন যদি ইংরেজ বলিতেন,—"দেখ বলদেব। যদি তোমার পুত্রকে সুদৃঢ় ভাবে নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনে বসাইতে চাহ, তাহা হইলে আপন দলবল লইয়া চেষ্টা কর; আমরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি," তাহা হইলে কি বলবন্তকে রক্ষা-সূত্রে ভরতপুর আক্রমণ করিয়া ইংরেজকে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ জন্য প্রত্যয়ভাগী হইতে হইত? যাহা হউক, ইংরেজ যখন বলবন্তকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন,তখন ভরতপুর আক্রমণ অনিবার্য্য।

শান্তির সময় দুর্জন নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজ কর্ত্তৃক ভরতপুর দুর্গাবরোধ সুনিশ্চিত, ইংরেজ বলবন্তের সাহায্য-সূত্রে পূর্ব্ব পরাভবের প্রতিশোধ লইবেন; তাঁহার আবেদন-নিবেদনের কোন মীমাংসা হইবে না। সেইজন্য তিনিও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দুর্জনরাজ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন পোষক প্রমাণ ছিল না; কিন্তু তিনি যে সমগ্র ভরতপুর রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুর্জন শক্তিশালী সহায়-সম্পন্ন পুরুষ। তিনি ভরতপুর রাজ্যের অধিকাংশ সর্দ্দারকে আপন বশে আনিয়াছিলেন। সমগ্র ভরতপুরী সৈন্য তাঁহার বশীভূত ছিল। শক্তি-শালী জমিদার সম্বন্ধী খোরাসল সিংহ এবং বিচক্ষণবুদ্ধি জয়পুরী পুরোহিত নন্দকুমার তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। সাধারণে নন্দ-কুমারকে শ্রীজী বলিয়া জানিত। যে সকল সর্দ্দার দুর্জনের সহায় বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কীর্ত্তনরাম এবং কীর্ত্তনবল্লভ বীরত্ব বীর্য্যে সর্ব্বা-পেক্ষা গরীয়ান্। তাঁহারা সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে

দুর্জ্জনের সাহায্য করিতেন। ধনজনে দুর্জ্জন প্রকৃত বলীয়ান্। সমরোদ্যোগে তাঁহার কোন ত্রুটী রহিল না।

এদিকে স্যর চার্লসের ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইলে পর সেনাপতি ষ্টেপলটন কম্বরমিয়ার ভরতপুর দুর্গ আক্রমণের ভার গ্রহণ করেন। ১৮২৫ খৃঃ অব্দের ৯ই ডিসেম্বর তিনি ভরতপুরাভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সময় লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতের গবরনর জেনারেল ছিলেন।

১০ই ডিসেম্বর মেজর জেনারেল রেণেল এবং ব্রিগেডিয়ার জেনেরল গ্লে সাহেব স্বদল বলে দুর্গের উত্তর-পশ্চিমদিকে "ঝিল বাঁধের" নিকট একটী সুদৃঢ় স্থান অধিকার করিয়া বসেন। * যাহাতে ঝিলের জল পরিখায় আসিতে না পারে, ইংরেজ সৈন্য 'পূর্ব্বাহ্নে' তাহারই চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে পরিখাসমূহ জলে পরিপূর্ণ থাকায়, ইংরেজসৈন্যের দুর্গ আক্রমণপক্ষে বড়ই

* এই ঝিল বাঁধের জল আসিয়া, ভরতপুর দুর্গের পরিখায় পতিত হয়। ঝিল বাঁধের জলে কেবল পরিখা কেন, সহরের অধিকাংশ স্থান জলময় হইতে পারিত।

অসুবিধা হইয়াছিল। সেই জন্য এবার সর্ব্বাগ্রেই পরিখার জলরোধের চেষ্টা হইয়াছিল। এবার সে পক্ষে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। আর আধ ঘণ্টা পরে যাইলে সকল চেষ্টা বিফল হইত। সেবার সুযোগ্য অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না; এবার অনেকগুলি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্রই "ঝিল বাঁদ" কাটিয়া, পরিখার জলরোধ করিয়া দেন।

ইংরেজ সৈন্যকে দেখিয়া, ভরতপুরবাসীরা "ঝিল বাঁধ" পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যায়। জেনারেল রেণেল তখন বামপার্শ্বে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, গ্রামসমূহের অধিবাসীরা, ভরতপুর, বিয়ানা, ডিগ, বল্লমপাড, কুম্ভীর প্রভৃতি স্থানে আশ্রয়—গ্রহণ করে। ক্রমে ব্রিটিস সৈন্য আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজপক্ষে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। ক্রমে ব্রিটিশ-সৈন্য "ঝিল বাধে"র দক্ষিণ ভাগ অধিকার করিয়া লইল। আগ্রা হইতে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া, এই

সৈন্যের সহিত যোগ দিল। মেজর জেনারেল নিকলস্ স্বদলবলে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার কতক সৈন্য "ঝিল বাঁধের" দিকে অগ্রসর হয়। দুর্গস্থ জাঠেরাও নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা প্রাণান্তপণে, সুদৃঢ় সঙ্কল্পে দুর্গ রক্ষার্থে প্রস্তুত ছিল, ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল; তাহারাও তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিল। ফলে ইঞ্জিনিয়ার ফরবিস্ একটা আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তটী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

১ই ডিসেম্বর জেনারেল নিকলস্, ভরতপুরের সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত উঞ্চাগ্রাম হইতে ভরতপুরের দিকে অগ্রসর হন। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল কেতফুল একদল সৈন্য লইয়া মালিগ্রাম অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করেন। ইংরেজ সৈন্য উপস্থিত হইলে, তত্রত্য অধিবাসীরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মালিগ্রামে দাঁড়াইয়া ভরতপুর দুর্গের অবস্থা অনেকটা অবগত হওয়া যাইতে পারিত। রাত্রিকালে মালিগ্রাম অধিকৃত হইয়াছিল। পরদিন গ্রামের উত্তর দিকে একটী

খাত প্রস্তুত হয় এবং অপর তিনদিক্ বৃক্ষলতাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখা হয়।

১২ই ডিসেম্বর লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ফেথফুল সসৈন্য জাটোয়ালী গ্রামের সম্মুখে একটী সুদৃঢ় স্থান অধিকার করিয়া লন। দুর্গ হইতে শত্রুপক্ষ যাহাতে অগ্রসর হইতে না পারে, তাহার জন্য বিধিমত উপায় বিহিত হইয়াছিল। দুর্গের সম্মুখ-ভাগে পত্রহীন সুক্ষ্মাগ্র বৃক্ষের শাখা সকল পর পর সাজাইয়া পুতিয়া রাখা হয়। দুর্গস্থ লোকেরা এজন্য মালিগ্রামের দিকে আর কোনরূপে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর ছোট বড় ১২২ টী কামান আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দুই দিন দুর্গ আক্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা হইয়াছিল

দুর্গের মধ্যে প্রায় ২০ সহস্র সুসজ্জিত পদাতি সৈন্য ছিল। ৮ সহস্র বা তদধিক শিক্ষিত সৈন্য; অবশিষ্ট কেবল দুর্গ রক্ষার্থ তাড়াতাড়ি সংগৃহীত হইয়াছিল। দুর্গের বাহিরে ইংরেজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। দুর্গের ভিতর থাকিয়াই, দুর্গস্থ লোকেরা পরিখাদি খনন

করিয়া রাখিয়াছিল; যেখানে যাহা বাড়াইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহারও ক্রটী হয় নাই। ইংরেজ সৈন্য দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টায় ছিল; দুর্গস্থ লোকের একমাত্র লক্ষ্য, ভগ্নস্থান-সমূহ রক্ষা করা। ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে দুর্গস্থ লোকেরা তাহাদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই; ইংরেজ পক্ষে ৪০।৫০ জন মাত্র হত হয়। যেখানে ইংরেজশিবির স্থাপিত হইয়াছিল, ভরতপুরী সৈন্যেরা তাহা আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই; গোটাকতক গো মহিষাদি তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল মাত্র।

১৯ শে ডিসেম্বর ইংরেজ পক্ষের দেশীয় সৈন্য-দিগের একজন জমাদার অশ্বাদির সংগৃহীত আহারীয় দ্রব্য রক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া এই সব আহরীয় দ্রব্য আক্রমণ করিয়াছিল। অসমসাহসিক দেশীয় সিপাহী সৈন্য জমাদার, সদলবল সহ অসীম ভুজ-বল প্রকাশ করিয়া, শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়া

দিয়াছিল। এই সংঘর্ষণে ইংরেজ পক্ষে দুইটী সৈন্য এবং তিনটী অশ্বমাত্র আহত হয়। জমাদারের অসীম সাহসের পরিচয় পাইয়া, সেনাপতি কম্বরমিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি দশের সম্মুখে জমাদারের শতবার প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে দেশীয় সিপাহী সৈন্যেরা যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, যে অসীম সাহস দেখাইয়াছিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন, সে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দ্বিতীয় যুদ্ধেও পাইবেন।

২১ শে ডিসেম্বর দুর্গের নিকটস্থ জঙ্গলের পার্শ্ব হইতে ভরতপুরীরা ইংরেজ সৈন্যের প্রতি গোলা সঞ্চালন করিয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যও তদুত্তরে গোলাবর্ষণ করে। ভরতপুরবাসী ৫০ জন লোক হত হয়। এই দিন সেনাপতি কম্বরমিয়ার দুর্জ্জন সালকে লিখিয়া পাঠান,—"তুমি দুর্গ হইতে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাও। তজ্জন্য ২৪ঘণ্টা সময় দিতেছি।" এ পত্রের তিনি কোন উত্তর পান নাই। পরে সময় বাড়াইয়া দিয়া আর একখানি

পত্র লেখা হয়। তাহারও কোন উত্তর আসে নাই।

এখনও প্রকৃত পক্ষে দুর্গ আক্রমণ করা হয় নাই। তবে আক্রমণ করিবার পথ ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। কি দেশীয়, কি ইউরোপীয়, ইংরেজ পক্ষের সকলেই তজ্জন্যই ব্যতিব্যস্ত ছিল। দুর্গ হইতে মধ্যে মধ্যে গোলা বর্ষিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু ইংরেজ সৈন্যসমূহ তাহাতে বড় লক্ষ্য না করিয়া, দুর্গাক্রমণের পথ প্রস্তুত করণে মনোযোগী ছিল। ইঞ্জিনিয়ারগণও বৈজ্ঞানিক প্রণালী ক্রমে পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইংরেজ পক্ষ অতি সন্তর্পণে দুর্গের উত্তর পূর্ব্বদিকস্থ বলদেবের বাগানটী অধিকার করিয়া বসে। এই সময় দুর্গ হইতে অজস্রধারে গোলাবর্ষণ হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্য কিন্তু বাগানের অভ্যন্তরস্থ বৃক্ষের নিম্নভাগে অবস্থিতি করিয়া, গোলা হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এই সময় দুর্গের একটী গোলা জেনারেল রেণলের পায়ের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই।

জেনারেল নিকলস্ কুদমকুণ্ডি গ্রাম দখল করিয়া লইয়াছিলেন। এই কুদমকুণ্ডি হইতে, বলদেবের বাগান পর্য্যন্ত একটী নালা প্রস্তুত হইয়াছিল। নালা যখন প্রস্তুত হয়, তখন দুর্গ হইতে গোলা চলিয়াছিল বটে; কিন্তু ইংরেজ পক্ষে তাহাতে অতি অল্প লোকই বিনষ্ট হয়।

২৩ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় ১৫০ শত ইউরোপ সৈন্য এবং ৬০০ শত সিপাহী সৈন্য লইয়া, ইঞ্জিনিয়ারেরা কামান করিবার জন্য মৃত্তিকা স্তূপ প্রস্তুত করেন।

কুদমকুণ্ডি গ্রামে একটী স্তূপ এবং বলদেব সিংহের বাগানে একটী স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। উভয় স্তূপেরই উপর কামান সংরক্ষিত হইল। স্তূপ দুইটী দুর্গ হইতে প্রায় ১২ শত হস্ত দূর হইবে। এইবার দুর্গাক্রমণের প্রকৃত উদ্যোগ। ২৪শে ডিসেম্বর ইংরেজসৈন্য দুর্গাভিমুখে গোলা-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। ইংরেজের গোলা-বর্ষণে দুর্গস্থ সৈন্যমণ্ডলীর কামান নীরব হইল। ইংরেজ শত্রুকে নীরব দেখিয়া, ক্রমে দুর্গাক্রমণের পথ প্রস্তুতকরণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাত্রিকালে আবার দুর্গ হইতে গোলা বর্ষিত হয়।

২৫ শে ডিসেম্বর বড়দিন। এই দিন ইংরেজ সৈন্য সুরাপানে আনন্দিত হইয়াছিল। দুর্জন সাল এই অবসরে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সে সংকল্প কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এইদিন ইংরেজ পক্ষের সিপাহীরা প্রত্যেক একসের করিয়া মিঠাই খাইতে পাইয়াছিল।

২৬ শে ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য আবার দুর্গের দিকে গোলাবর্ষণ করে। এই গোলার আঘাতে দুর্গের পূর্ব্বদিকের অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায়। এই দিন রাত্রিকালে দুর্গস্থ লোকেরা বলদেব সিংহের বাগানে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু কোন পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সহরের উত্তর দিকে, কামান রাখিবার আর একটী স্তূপ প্রস্তুত হয়। এই স্তূপ প্রস্তুত করিবার কালে, ভরতপুরী সৈন্যেরা দুইবার ইংরেজ সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইংরেজ পক্ষে ৩টী সৈন্য হত এবং ১৫ জন আহত হয়। ইঞ্জিনিয়ার স্মিথ সাহেব আঘাত পাইয়াছিলেন।

২৭ শে ডিসেম্বর রাত্রিকালে এবং ২৮ শে

প্রাতে ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার সহরের উত্তর ভাগে কামান রাখিবার আর একটী স্তূপ প্রস্তুত করেন। ইহার উপর ১২টী কামান বসিয়াছিল। এইদিন দুর্গ হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য পয়ালন করে।

২৮ শে ডিসেম্বর ইংরেজ পক্ষে দুইটী স্তূপ হইতে অনবরত দুর্গের দিকে গোলা বর্ষিত হইয়াছিল। ২৯ শে, ৩০ শে এবং ৩১ শে ডিসেম্বর উভয়পক্ষে গোলাগুলি চলিয়াছিল, কিন্তু কোন পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

এইদিন হারবার্ট নামে এক ওলন্দাজ সৈন্য ইংরেজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। যেখানে সেনাপতি কম্বরমিয়ারের ছাউনি ছিল, হারবার্টের নির্দ্দেশানুসারে ভয়ে জাঠেরা সেই স্থানে গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। সেনাপতির কোন হানি হয় নাই। একজন খিদমদগার গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

অতঃপর আরও অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল। অষ্টাদশ দিনেই ভরতপুরের ধ্বংস পরিণাম। অষ্টাদশ দিনেই ভরতপুরীদের কীর্ত্তি-সমাধি। এই কয়-

দিন প্রকৃত যুদ্ধ হইয়াছিল। এই কয়দিনের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষীয় অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত সৈনিক কর্ম্মচারী হত ও আহত হইয়াছিলেন। আমরা অষ্টাদশ-দিনব্যাপী সংঘর্ষণ বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

১৮২৬ খৃঃ অব্দ, ১লা জানুয়ারী। এইদিন দুর্গের উত্তর পশ্চিম ভাগে আর একটী তোপস্তূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। দুর্গ-পরিখার সম্মুখে ব্রিটিশ সৈন্য দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য একটী পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। সে পথের উপর "জাফরি" কাটা মণ্ডলাকার আবরণ ছিল। শত্রু পক্ষের দৃষ্টিরোধ হেতু এই আবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পথটী প্রায় ১০০ হাত বিস্তৃত হইয়াছিল। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ কামান রাখিবার চত্বর অভিমুখে, ইংরেজ সৈন্য একটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দুর্গস্থ জাঠ-সৈন্যের গোলার আঘাতে ইঞ্জিনিয়ার লেপ্টেনাণ্ট টিন-ডেল হত হন।

২রা জানুয়ারী। ১লা তারিখে যে তোপস্তূপ প্রস্তুত হয়, তাহারই দক্ষিণভাগে আর একটী তোপ

স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই তোপস্তূপ হইতে, দুর্গাভিমুখে অবিরল ধারে গোলা বর্ষিত হইয়াছিল। দুর্গস্থ জাঠেরাও নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারাও দ্বিগুণ প্রতাপে ইংরেজ সৈন্যের প্রতি গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। দিনরাত্রি উভয় পক্ষে বজ্রবর্ষী গোলারই বিনিময় হইয়াছিল। কোন পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। এই সময় সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণে নিযুক্ত ব্রিটিশ সৈন্য স্বকার্য্য সাধনে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল।

৩রা জানুয়ারী। ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের একটী ইউরোপীয় সৈন্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। জাঠের ভীষণ আক্রমণে হতভাগ্যের দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল। দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন। বিশালবপু ক্ষত বিক্ষত। সে অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সে দৃশ্য অবলোকনে ইংরেজ সৈন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইদিন ব্রিটিশ সৈন্য ভয়ঙ্কর উন্মত্ত বেশে অবিরল ধারে গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। রাত্রিযোগে অতি ক্ষিপ্রতা সহকারে সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

৪ঠা জানুয়ারী। ইংরেজের গোলার আঘাতে

দুর্গের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়াছিল ; বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের ভগ্নাংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কামানের ঘন ঘন গভীর গর্জ্জনে সমস্ত সহর প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। যেন বিশ্বগ্রাসী ভূমিকম্পে ভরতপুর অচিরে ধরাশায়ী হইবে, এমনই বোধ হইতে লাগিল। দণ্ডে দণ্ডে উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণে সমস্ত সহর অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছিল। এ দিনও কোন পক্ষে আর কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

৫ই জানুয়ারী। অদ্য দুর্গের ভগ্নস্থান দিয়া, দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার মহা আয়োজন ইংরেজপক্ষে হইয়াছিল। দুর্গের দক্ষিণে বামে ভগ্নস্থান দিয়া, দুর্গে প্রবেশ করিয়া, দুর্গাধিকার করিবার জন্য দুইটী দল বাঁধিল। প্রায় ৫২০ জন ব্রিটিশ সৈন্য এই কার্য্যে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। সকলেই সুসজ্জিত। সকলেই নির্ভীকে নিশ্চিন্ত। রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় জাঠ পক্ষের কতকগুলি উদ্দাম সাহসী বীরসৈন্য দুর্গের বহির্ভাগে, পরিখা এবং তোপ স্তূপের নিকট ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল।

ইংরেজ সৈন্যও পশ্চাৎপদ হয় নাই। উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। ইংরেজের একটী কামান ফাটিয়া যায়। তাহাতে ৪।৫ টী ইংরেজ সৈন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

৬ই জানুয়ারী। এইদিন সখের সৈনিক মণ্ডলী পরিদর্শিত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল। দুর্গের দক্ষিণ দিকের ভগ্নাংশ দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা বুঝিয়া দুর্গ-পরিখার উপরে সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হয়। শত্রুরা পাছে দেখিতে পায় ভাবিয়া, ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারগণ সুড়ঙ্গের কার্য্য শেষ হইতে না হইতে, প্রত্যুষেই সুড়ঙ্গের মধ্যে বারুদে আগুণ ধরাইয়া দেন। ইহাতে কিন্তু সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাচীরের একটী বালুকা কণাও স্খলিত হইল না। বামভাগের ভগ্নাংশ দিয়া প্রবেশ করিবার তাদৃশ সুবিধা ছিল না। উপর্য্যুপরি গোলাবর্ষণেও ভগ্নাংশের একটুও বিস্তার-সাধন হয় নাই; বিশেষতঃ যে স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা এত উচ্চ যে, তাহাতে উঠিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

৭ই জানুয়ারী। ব্রিটিশ সৈন্যের একাগ্রতা,

নির্ভীকতা, উদ্যমশীলতা ও রণ নিপুণতা দেখিয়া ব্রিটিশ সেনাপতি কম্বরমিয়ার দ্বিগুণ বিক্রমে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। অদ্য সুড়ঙ্গে অগ্নি দিয়া দুর্গ-প্রাচীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। একজন অতি-সাহসী সিপাহী জমাদার মসাল লইয়া, সুড়ঙ্গের প্রান্তভাগে বারুদে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু মৃত্যু হয় নাই। সেনাপতি স্বচক্ষে তাহার সাহস দেখিয়া তদ্দণ্ডেই তাহার পদোন্নতি করিয়া দেন।

৮ই জানুয়ারী। দুর্জনসাল ব্রিটিশ সেনাপতিকে বলিয়া পাঠান, তিনি বলবন্ত সিংহকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। সেনাপতি তদুত্তরে বলেন, কেবল বলবন্ত সিংহকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে হইবে না, তাঁহাকে ব্রিটিশহস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। দুর্জন এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এইদিন রাত্রিতে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়। দুর্গস্থ গোলার আঘাতে, ব্রিটিশ পক্ষের একটী বারুদবাহী গাড়ী ফাটিয়া যায়। মুহূর্ত্তে প্রায় ২৫০ শত মণ বারুদ

ধু ধু জ্বলিয়া উঠে। ইহাতে ৮ জন সিপাহী এবং ১ জন কুলী প্রাণত্যাগ করে। বহুসংখ্যক চটের থলে জ্বলিয়া উঠিয়া একটা ভীষণ অগ্নিক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুযোগে জাঠ সৈন্য অবিরল ধারে গোলাবর্ষণ করিতে করিতে শত্রু-শিবিরের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু পরাভূত হইয়া ফিরিয়া যায়।

৯ই জানুয়ারী। এইদিন বেলা ১ টা পর্য্যন্ত দুর্গ হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ হইয়াছিল। ইংরেজ পক্ষে কেহই মরে নাই। তবে বারুদাদি সূর্য্যের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে একটী আবরণ প্রস্তুত হইয়াছিল, জাঠেদের গোলায় তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়।

১০ই জানুয়ারী। অদ্য প্রাতঃকালে ইংরেজ গোলন্দাজেরা দুর্গাভিমুখে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। দিবাভাগে বর্ষণ কিছু শ্লথ হইয়াছিল। ইংরেজের পথকর সৈন্যেরা জাঠেদের একটী সুড়ঙ্গ দেখিতে পায়। ইঞ্জিনিয়রেরা আগুণ লাগাইয়া এই সুড়ঙ্গ উড়াইয়া দেন। জাঠেদের অনেকেই হত ও আহত হইয়াছিল।

১১ই জানুয়ারী। প্রাতে ৮ টা এবং ৯টার মধ্যে পরিখার উপর উভয় পক্ষের সামান্য যুদ্ধ হইয়াছিল। জাঠেরা ইংরেজের কামান স্তূপের নিকট একটা স্থান সুদৃঢ়ভাবে অধিকার করিয়াছিল। তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য গুরখা সৈন্য প্রেরিত হয়, গুরখারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই দিন লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল ফেথফুল জাঠের গোলাঘাতে আহত হন। এই দিন জাঠেরা ভগ্ন স্থানের পশ্চাদ্‌ভাগের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই ভগ্নাংশে জাঠেরা ১ টী কামান রাখিয়াছিল। ইংরেজের গতিরোধ জন্য বহুসংখ্যক জাঠ ১২ টী কামান লইয়া সুসজ্জিত ছিল।

১২ই জানুয়ারী। জাঠেরা কি করিতেছে, না করিতেছে, তাহার সন্ধান লইবার জন্য কতকগুলি গুরখা সৈন্য জঙ্গিনা ফটকের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, জাঠেরা বিপুল বিক্রমে গোলাবর্ষণ করে। ইঞ্জিনিয়ারেরা এই গুরখা সৈন্যদিগের অধিনায়করূপে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা অনেকগুলি জাঠকে হত করে। সন্ধ্যার সময়

কাপ্তেন টেলার দুর্গের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় সৈন্যেরা সন্ধ্যার অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া,—তাঁহাকে আঘাত করে। এই দিন জাঠেরা পলায়ন করিবে বলিয়া, একটা রব উঠিয়াছিল। ইংরেজসৈন্য সাবধান হইয়াছিল। কিন্তু কেহই পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

১৩ই জানুয়ারী। সুড়ঙ্গের কাজ চলিয়াছিল। উভয় পক্ষে গোলা বিনিময় হইয়াছিল। কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই।

১৪ই জানুয়ারী। এদিন দুর্গ-ভেদের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু ফল হয় নাই। অন্য কোন বিশেষ ঘটনাও ঘটে নাই।

১৫ই জানুয়ারী। দুর্গের বামভাগে ইংরেজ যে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাতে আগুণ লাগাইয়া, দুর্গ প্রাচীর উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। জাঠেরা নির্ব্বিঘ্নে এই স্থানের ভগ্নাংশ সংস্কার করিয়া লয়। রজনী যোগে গোলাগুলি চলিয়াছিল। লেপ্টেনাণ্ট বুত্তি পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৬ই জানুয়ারী। বামভাগের ভগ্নাংশে গোলা বর্ষিত হইয়াছিল। জাঠেদের একটী কামান ভাঙ্গিয়া যায়। রজনীযোগে গোলাগুলি চলিয়াছিল। কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই।

১৭ই জানুয়ারী। এই দিন পাঁচ দিক দিয়া পাঁচ দল ব্রিটিশ সৈন্য দুর্গ আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুর্গ আক্রমণের যথাযথ বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

১৮ই জানুয়ারী। শেষ দিন। দুর্গের উত্তর পূর্ব্বভাগে যে কামানচত্বর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই দিক দিয়া, প্রবেশ করিয়া দুর্গ আক্রমণ করিবার প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রাতে সাড়ে আট ঘটিকার সময় এই দিকের সুরঙ্গ-পথে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। প্রজ্বলিত বারুদতাপের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ শত জাঠ পুড়িয়া উড়িয়া যায়। ইংরেজপক্ষে ব্রিগেডিয়র কম্বি ও পাঠান এবং ইঞ্জিনিয়ার লেপ্টনাণ্ট আরভিং ও আলি আহত হন। লেপ্টেনাণ্ট আলির পা কাটিয়া দিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ দুর্গাক্রমণে বাধা পড়িল। এই সময় জেনারেল রেণেল গভীর গর্জ্জনে, উচ্চনাদে বলিয়া উঠিলেন,—

"অগ্রসর হও।" তখনই ব্রিটিশ সৈন্য উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার-দ্বয় আহত হইয়াছে শুনিয়া, কর্ণেল নেসন অগ্রসর হইয়া, সৈন্য-সঞ্চালনের ভার গ্রহণ করেন তিনি কিন্তু প্রাচীরে আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। এই সময় কর্ণেল ডিনামেন জঙ্গিনা ফটকের ভগ্নাংশের উপর, স্বদল বলে উঠিয়া পড়েন। ক্রমে ব্রিটিশ সৈন্য প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; জাঠেরাও প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা অনেকেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্য 'ফতেবুরুজ"* পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, প্রাচীর-সমুহ অধিকার করিয়া বসে। এই সময় এক দল ব্রিটিশ সৈন্য গোপালগড় দুর্গ অধিকার করে। এক দল সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া, জাঠ সৈন্যদিগকে তাড়া করে। জাঠেরা দুর্গমধ্যে পলায়ন করে। প্রায় তিন চারি সহস্র জাঠ দুর্গের বাহিরে পড়িয়া রহে। মেজর জর্জ্জ হণ্টার এই সময় বাম হস্তে তরবারির আঘাত প্রাপ্ত হন। জঙ্গিনা ফটকের

* এইখানে লর্ড লেকের শেষ পরাভব হয়। এই জন্য ইহার নাম ইহার অর্থ " বিজয়-চত্বর।"

নিকট ব্রিটিশ সৈন্য বহুসংখ্যক জাঠ সৈন্যকে হত করে। অদম্য-উৎসাহ-বীর্য্যে ব্রিটিশ সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। দুর্গস্থ জাঠ সৈন্যগণ তখনও বিচিত্র বিক্রমে ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। একদল ইউরোপীয় সৈন্য সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, প্রাচারী লাফাইয়া,—ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা আবার দুর্গ আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। যে সময় ব্রিটিশ সৈন্য দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নাংশ স্থান আক্রমণ করে, সেই সময় একদল ব্রিটিশ সৈন্য আগরা ফটক আক্রমণ করিয়াছিল। ইংরেজ সৈন্য ভগ্নাংশস্থান আক্রমণ করিয়া দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠিয়া পড়ে। এই সময় জাঠ ও ব্রিটিশ সৈন্যে ভীষণ সংঘর্ষণ সংঘটিত হইল। জাঠের অব্যর্থ কামান সন্ধানে জেনেরেল এডওয়ার্ডস্ এবং কাপ্তেন পিটমানকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক খ্যাতনামা সাহসী ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারী হত হইয়াছিলেন। ইহাতেও ব্রিটিশ সৈন্য নিরুৎসাহ না হইয়া অমিত তেজে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহারা আগরা ফটক আক্রমণ করিয়া-

ছিল, তাহারা জয়লাভে উত্তেজিত হইয়া সবেগে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে। এই আক্রমণে বহু-সংখ্যক জাঠ সৈন্য পতিত ও হত হয়। আর কি রক্ষা আছে। এক দল ব্রিটিশ সৈন্য ভগ্নস্থান দিয়া এক দল প্রাচীর লঙ্ঘিয়া এবং একদল আগরাফটক দিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনও জাঠ সৈন্য প্রাণপণে যুঝিয়াছিল; কিন্তু বিধি বাম। আর কি রক্ষা আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে রণজিতের কীর্ত্তি-কেতু ব্রিটিশ রাজের হস্তগত হইল। কাপ্তেন আর্চ্চার অতি সাহসে দুর্গের উপর উঠিয়া দুর্গের উত্তর পূর্ব্ব দিকে ব্রিটিশ পতাকা প্রোথিত করি-লেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় দুর্গের মধ্যে আত্ম-সমর্পণের চিহ্ন পতাকা উড্ডীন হইল!

দুর্গাবরোধকালে বহুসংখ্যক জাঠ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু ইংরেজ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী হয়।

রাত্রি দুই প্রহরের সময়, দুর্জ্জনসাল, কতিপয় অনুচরসহ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে-ছিলেন, কিন্তু তীব্রদৃষ্টি ইংরেজ সৈন্য সন্ধান করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। দুর্জ্জন

পিত্তল-নির্ম্মিত কামান।

কামানটীর দৈর্ঘ্য ১৫ ফিট, ৩ইঞ্চি; এবং মুখগহ্বরের পরিধি ৩ ফিট।

[৯৫ পৃষ্ঠা।]
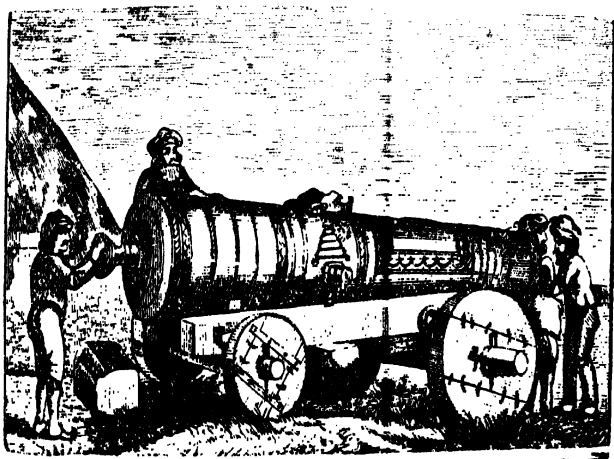
পলাইতে না পারিয়া ইংরেজহস্তে পতিত হন। তাঁহার সঙ্গে, তাঁহার স্ত্রী ও দুইটী পুত্র ও ভ্রাতা পৃথ্বী সিংহ বন্দী হন। দুর্জ্জনের সঙ্গে যে সব বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ছিল, তাহাও ইংরেজের হস্তগত হয়। ইতিপূর্ব্বে দুর্জ্জন-সহায় বীর কীর্ত্তনরাম এবং কীর্ত্তনবল্লভ এবং তদীয় শ্যালক বীর খরসান সিংহ যুদ্ধে নিপতিত হইয়াছিলেন।

ইংরেজ ভরতপুর দুর্গ জয় করিয়া, তথা হইতে ৬০টী লৌহনির্ম্মিত কামান ও বহু পরিমাণে ধনরত্নাদি আনিয়াছিলেন। এই ধন রত্নাদির মধ্যে ৪১ লক্ষ ১১ সহস্র ৩৫ টাকা ১০ আনা ৫ পাই ভরতপুর বিজয়ী বৃটিশ সৈনিকদিগকে পুরস্কাররূপে বিতরিত হয়। ভরতপুরবিজয়ে অলাভ কোন্ দিকে? যে সকল কামান আনীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে পিত্তলনির্ম্মিত কামান সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। কামানটীর দৈর্ঘ্য ১৫ ফিট, তিন ইঞ্চি; এবং মুখগহ্বরের পরিধি ৩ ফিট।

প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজ যে অদম্য অধ্যবসায় এবং অসীম সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন,

দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহার কোন ত্রুটী হয় নাই; অধিকন্তু রাস্তাঘাটাদির অনভিজ্ঞতা, সুদক্ষ কার্য্য-নিপুণ ইঞ্জিনিয়ারের অসদ্ভাব প্রভৃতি যে অসুবিধা ছিল এবার তাহা ছিল না। পূর্ব্ব পরাভব এবারকার প্রাজ্ঞতার পথ প্রদর্শক হইয়াছিল। জাঠ সৈন্যেরাও পূর্ব্ববৎ সাহসে ও বল-বীর্য্যে যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু করিলে কি হয় অভিন্ন শক্তির তেজ কতক্ষণ? আত্মদ্রোহের পরিণাম শুভজনক কবে হইয়াছে?

একটী প্রবাদ ছিল, যে সময় একটী কুমীর দুর্গ-পরিখার জল শুষিয়া খাইবে, সেই সময় ভরতপুর দুর্গের পতন হইবে। লোকে সেনাপতি কম্বরমিয়ারকে, "কুম্ভীর" বলিয়া, সেই প্রবাদের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে চাহে।

উপসংহার।

ভরতপুরে যে আত্মদ্রোহের বিষ-বীজ উপ্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় ভরতপুর যুদ্ধের কালে তাহা মহা মহীরুহে পরিণত হয়। সেই মহীরুহের ফলে দুর্জ্জন সাল আপনি মজিলেন, আর ভরতপুর মজাইলেন।

দুর্জ্জন সাল বড় আশা করিয়াছিলেন যে, তিনিই ভরতপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। কল্পনায় রাজভোগৈশ্বর্য্যের বিশাল বিরাট চিত্র তাঁহার নয়ন-ফলকে পলকে পলকে উদ্ভাসিত হইতেছিল; কিন্তু তাঁহার পরিণাম কি হইল? তিনি ইংরেজ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া এলাহাবাদে প্রেরিত হন। দুর্জ্জন সাল ক্ষণমুহূর্ত্তে কি ভাবিয়াছিল, আশার মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়া, উত্তপ্ত মরু-মাঝে ছুটিতে ছুটিতে শেষে কণ্ঠশোষী পিপাসায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে পুড়িয়া মরিতে হইবে? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার সমর-কণ্ডুয়নের পরিণাম জন্মের মত নির্ব্বাসন? দুর্জ্জন সাল এলাহাবাদে ইংরেজের রাজবন্দী হইলেন। যে

দিন ভরতপুরের পতন হয়, তাহার পর দিন লর্ড কম্বরমিয়ার ও সার চার্লস মেটকাফ ভরতপুর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। ২০শে জানুয়ারি তাঁহারা যুবরাজ বলদেব সিংহকে ভরতপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। রণজিৎ সিংহের বিধবা বনিতাকে বলদেবসিংহের অভিভাবিকা করা হইল। জহর লাল এবং চিন্তামণ ফৌজদার রাজ-কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।

ইংরেজি ইতিহাসে প্রকাশ, জহর লাল ও চিন্তা-মণ ফৌজদারের উপর রাজা রণজিতের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ভরতপুরবাসিদের বিশ্বাস ছিল যে, জহর লাল এবং চিন্তামণ ঘরের ঢেঁকি কুমীর; এই দুই জনেরই সাহায্যে ইংরেজের ভরতপুর-আক্রমণের সুবিধা হইয়াছিল; ইহাঁরা বিশ্বাস-ঘাতক। বস্তুত ইহাঁদের উপর ভরতপুরবাসীদের বড়ই ঘৃণা ছিল; ঘৃণা চরমে চড়িয়াছিল। এমন কি, যখন জহর লাল ও চিন্তামণ ফৌজদার ইংরে-জের শিবিরে ইংরেজ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, তখন ভরতপুরের বহুলোক

তাঁহাদিগের শিবিকা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অধিকন্তু তাঁহাদের অনুচর-সহচরদিগকে গালিমন্দ দিয়াছিল। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহাদের প্রাণ বাঁচান ভার হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজের সৈন্য তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিলে, তাঁহাদের পরিণাম কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

ভরতপুরবাসীরা যাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিত না, ঘোর বিশ্বাসঘাতক বলিয়া যাঁহারা ভরতপুরবাসীদের ঘৃণার্হ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ভরতপুররাজ্যের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের ভার পাইলেন। প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজ পরাজিত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন; উভয় যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ভরতপুরবাসীদের বিশ্বাস হইয়াছিল, দ্বিতীয় যুদ্ধের মূলে আত্মদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। এখনও অনেক ভরতপুরবাসীর বিশ্বাস, জহর সাল ও চিন্তামণ বিশ্বাসঘাতক না হইলে, দ্বিতীয় ভরতপুরের যুদ্ধের ফল প্রথম যুদ্ধের মতনই হইত।

* Wilson's History of British India volo 111—P, 206.

প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে যে ভরতপুরবাসী অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহারা সেইরূপ বীরত্বের পরিচয় দেয় নাইকি? তবে তাহারা পরাজিত হইল কেন? তবে ভরতপুরের শোচনীয় পরিণাম হইল কেন? এ কথার আলোচনা করিতে করিতে যদি কেহ আত্মদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মনুষত্বের স্বাভাবিকত্বে কি কাহারও সন্দেহ আসিতে পারে? ভারতের ইতিহাসে ইহা নূতন নহে। দিল্লীশ্বর মহাবীর পৃথ্বিরাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ দেখি। সে ইতিহাসের আলোচনায় জ্বালাময়ী স্মৃতির বিশাল-পটে বিশ্বাসঘাতক কনোজাধিপতি জয়চন্দ্রের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে না কি? জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতার ভিত্তিতে মুসলমান সাম্রাজ্য-সৌধের প্রতিষ্ঠা-পতন, আর চিতোরে পত্তন-রাজের বিশ্বাসঘাতকতার দীপ্তরাগে সে সৌধের শোভা-সংবর্দ্ধন। পলাসিক্ষেত্রের বিশ্বাতঘাতকতায় ভারতে ইংরেজরাজত্বের সৃষ্টি, ভরতপুরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজ রাজত্বের পুষ্টি।

এ পুষ্টির পত্তন ভরতপুরে ইংরেজ রেসিডেণ্টের পূর্ণ প্রতিষ্ঠায়। জহর লাল ও চিন্তামণ ফৌজদার রাজ্যের যাবতীয় কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের ভার পাইলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগকে ব্রিটিস রেসিডেণ্টের সম্পূর্ণ শাসনাধীন হইতে হইয়াছিল। ভরতপুরে স্থায়ী রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন ধার্য্য হইয়া গেল, যত দিন না রাজা সাবালক হন, ততদিন রেসিডেণ্ট নাবালক রাজার রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজ্য-শাসনের পরিদর্শন করিবেন। দ্বিতীয় ভরতপুর যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহা ছিল না, দ্বিতীয় ভরতপুর যুদ্ধের পর দিনে তাহাই হইল।

ভরতপুরের পতন হইল। ইংরেজের জয়ধ্বনি উঠিল। ইংরেজ-বাহিনীর বীরত্বগাথা ভারতের দিগদিগন্তে বিঘোষিত হইল। ইংরেজের বিজয়-বার্ত্তা সপ্ত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় প্রেম-পুলকে নাচিতে নাচিতে ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছিল। ইংলণ্ডে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ ও ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ জর্জ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। সপ্ত সমুদ্রপারে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অতুল সম্পদ-কেন্দ্র হইতে ভরতপুরবিজয়ী সৈন্য-

দের উপর উদ্দেশ্যে আশীষ-মন্দাকিনী ধারা বর্ষিত হইল।

ভরতপুর যুদ্ধে ব্রিটিস সৈন্য যে কীর্ত্তি রাখিয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা স্বীকৃত হইল। ভরতপুর যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইংরেজ ব্রহ্মদেশে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। যে ইংরেজসেনা ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করিয়াছিল, ভরতপুরযুদ্ধের বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ তাহাদিগকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের যুদ্ধে ও ভরতপুরের যুদ্ধে ব্রিটিস্‌বাহিনী বিলাতবাসীদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিল। ভারতের তাৎকালিক গবরণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট ভাইকাণ্ট ও আর্ল এবং লর্ড কম্বরমিয়ার ভাইকাউণ্ট উপাধি পাইয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়ান কোম্পানীর বোর্ড অব্ ডাইরেক্টর্স্ লর্ড আমহার্ষ্ট ও ভরতপুরবিজয়ী সেনাপতি এবং সৈন্যদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

ভরতপুরের সেই ভীম হিমগিরি সম দুর্ভেদ্য দুর্গ ইংরেজ কর্ত্তৃক চুর্ণীকৃত হইয়াছিল। অতঃপর ব্রিটীস্‌ বাহিনী দুর্জ্জন সালের ভ্রাতা মাধো সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। মাধো সিংহ আত্মসমর্পণ

করিয়া ডিগ্ দুর্গ ইংরেজে হাতে তুলিয়া দেন। ইংরেজ মাধো সিংহের একটা পেনসনের ব্যবস্থা করিয়া দেন; কিন্তু তাঁহার সহিত এই সর্ত্ত হইল যে, তাঁহাকে কোম্পানীর রাজত্বে থাকিতে হইবে। ভরতপুরের পতন, আর ইংরেজের বিপুলবাহিনী দেখিয়া আলোয়ারের রাজা ভীত হইয়াছিলেন। ইংরেজ যাহা চাহিয়াছিলেন, আলোয়াররাজ তাহাই দিয়া ইংরেজকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

ভরতপুর যুদ্ধের পর ইংরেজের একটী একটী শত্রু অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ইংরেজের মতে সে সময় যে সব দেশীয় রাজা অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভরতপুরের পতনে তাঁহারা ইংরেজের বাধ্য হন। ভরতপুরের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে যে অশান্তির সূচনা হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। ভরতপুরে ইংরেজের জয় হইল, ভরতপুরের স্বাধীনতা অতলতলে ডুবিল, ভারতের বহু রাজন্য ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। ভরতপুর ভারতে স্বাধীনতার কীলকস্বরূপ ছিল। ভরতপুর থাকিতে ব্রিটিসের জয় অগ্রসর হইতে পারিবে না, অনেকেই এইরূপই আশা করিয়াছিলেন। ভরত-

পুর ভারতগগনে স্বাধীনতার যে রক্তকিরণছটা ছড়াইতেছিল, ভারতীয় নরপতিবৃন্দে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, সেই কিরণমালার রক্ত-রাগে আশার মোহিনী আলোচ্ছায়ায় ভবিষ্যদ্ সুখ-সম্পদের বিবিধ চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গ ভরতপুরের দিকে একদৃষ্টি চাহিয়াছিলেন। সব ফুরাইল। ভরতপুররবি অস্তমিত হইল। নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে গগন-মেদিনী আচ্ছন্ন হইল।

ইংরেজ ইতিহাস লেখক উইলসন সাহেব বলিয়াছেন,—

"The fall of Bhurtpore was the surest guarantee that could be devised for the restoration of subordination, and the maintenance of quiet in the surrounding countries. A British army, flushed with victory and commanded by a general whose renown had spread to the remotest parts of India, had formerly been repulsed from its walls, after repeated assaults, in which skill and valour had done their utmost; and the tradition of the defeat had impressed upon the natives, whether prince or people, the conviction that Bhurtpore was the

bulwark of the liberties of India, and destined to arrest the march of European triumph. The disappointment of these expectations, at a moment when it had been widely rumoured that the strength of the British Government was exhausted in a distant and disastrous warfare, diffused a sense of awe and apprehension amongst the native states and tranquillised, at least for a season, the ferment which had for some time past disquieted Hindustan. It was now felt that resistance was hopeless, and that any opposition of the British power must end in the destruction of its adversary."

অর্থাৎ,—পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে শান্তি এবং প্রতাপ পুন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভরতপুরের পতন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। বারংবার অপূর্ব্ব সমরকৌশল, অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শনেও বলদৃপ্ত ইংরেজ বাহিনী ভরতপুরের নিকট পরাভূত হইয়াছে, যশস্বী ইংরেজ সেনানীগণের অপূর্ব্ব সমরগর্ব্ব ভরতপুরের প্রাচীর পার্শ্বে চূর্ণ হইয়াছে, সাহস এবং সমরকৌশলে যাহা সম্ভব, তাহা করিয়াও বৃটিশ সেনা ভরতপুরের নিকট ইতিপূর্ব্বে বার বার পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। সেই পরাজয়কথা শুনিয়া রাজা প্রজা সকল শ্রেণীর লোকই মনে করিত, ভরতপুরই ভারতীয় স্বাধীনতার দুর্ভেদ্য দুর্গ. এই দুর্গের নিকট ইউরোপীয়দিগের রাজ্য-বিজয় পরাজয় মানিবে। কিন্তু যে সময় লোক মনে করিয়াছিল, সদূর রাজ্যে বিষম যুদ্ধে ইংরেজের

শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে, ঠিক সেই সময় লোকের সেই আশা নিষ্ফল বলিয়া দেশীয় রাজগণের মধ্যে ইংরেজের প্রতি ভীতি এবং সম্ভ্রমের সঞ্চার হয় এবং অন্তত কিছু দিনের জন্য ভারতের অশান্তি এবং চাঞ্চল্যের শমতা সাধন করিয়াছিল। এখন সকলেই মনে করিয়াছিল ইংরেজকে বাধা দেওয়া বৃথা—ইংরেজের শক্তির প্রতিকূলতায় প্রতিপক্ষের ধ্বংস সুনিশ্চয়।

এখন ভরতপুর আছে, ভরতপুর রাজ্য আছে, ভরতপুরের রাজা আছে; কিন্তু সে ভরতপুরও নাই, সে ভরতপুর রাজ্যও নাই, সে ভরতপুররাজও নাই। এখন্ ভরতপুরে রাজা আছেন বটে; কিন্তু স্থায়ী ইংরেজ রেসিডেন্ট আছেন তখনও ভরতপুর-রাজ্যের পরিমাণ ১৯৭৫ বর্গ মাইল ছিল, এখনও তাই আছে; কিন্তু এখন কি সেই ভরতপুর? তখন ভরতপুরে কত অধিবাসী ছিল জানি না, এখন ভরতপুরে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫ শত ৪০ জনের বাস; কিন্তু এখনকার ভরতপুরবাসী কি তখনকার ভরতপুরবাসীর মতন? এখন ভরতপুরে ১ হাজার ৬ শত ৪ টী অশ্বারোহীসেনা, ৮ হাজার ২ শত ৭টী পদাতিক এবং ৫৪টী কামান আছে; কিন্তু এ সব কি তখনকার মতন? এখন ভরতপুর-রাজের সম্মানার্থ পনেরটী তোপের ব্যবস্থা আছে,

ইহার উপর রাজার নিজ সম্মান-তোপ দুইটী। কিন্তু এখনকার রাজসম্মান তখনকার রাজসম্মানের তুল্য কি?

এখন যিনি রাজা, তিনি ইংরেজরাজের কটাক্ষে পরিচালিত। রেসিডেন্টের নজরের উপর নিত্য অধ্যুষিত। এখনকার রাজা রঘুনাথ সিংহকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, ষ্টেট কৌন্সিল এবং ব্রিটীশ্ পলিটীকেল এজেণ্ট সাহেবের পরামর্শে রাজ্য পরিচালন করিতে হয়। সুশাসনে প্রজাপালন না করিলে, রাজার রাজ্যচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইংরেজ রাজের অভিমতানুসারে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই বলিয়া ১৮৯৫ সালে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনে অপারগ বলিয়া অভিযুক্ত হন। পাঠক! আর কি লিখিব, কি বলিব? যখন ইংরেজরাজ ভরতপুরের অতুল বীর জাঠদিগকে পরাজিত করিয়া ভরতপুর অধিকার করিয়াছেন, তখন ইংরেজ রাজের ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কে আছে?

বিজয়া বটিকা—মাথাঘোরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—জ্বরবিকারের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—গাত্রজ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ। অধিক কি পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় জাপানে এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজেশ্বর রাজার সিংহাসন সমীপে আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণীকুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন গুণে বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপান দেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বর রোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে

রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সময়বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার সময় বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ গুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ব,—এইখানেই গুণ-পনা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি ;—

কোটা	বটিকা	মূল্য	মাঃ	প্যাকিং
১নং	১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং	৩৬	১৶০	০	৶০
৩নং	৫৪	১॥৵০	১	৶০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কোটা অর্থাৎ

৪নং কোটা	১৪৪	৪।০	।০	৶০

বিজয়া বটিকার—মূল্যের কমবেশী নাই।

বিজয়য়া বটিকার পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কোটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কোটা)

লইলে কমিশন এক টাকা ; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা ; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ৶০ তিন আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকা

কোথায় প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকটে প্রাপ্তব্য।